টেকসই উন্নয়ন

মানসম্মত ইমিটেশন জুয়েলারি উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রসার

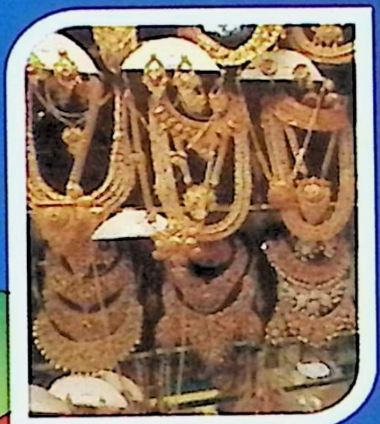

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
THE WORLD BANK

সাসটেইনেবল ইন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এসইপি

উপ-প্রকল্প-ইমিটেশন জয়েলারি

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী

ইমদাদুল হোসেন
প্রজেক্ট ম্যানেজার, এসইপি

আশিস ঘোষ
ডকুমেন্টেশন অফিসার, এসইপি

সার্বিক তত্ত্বধানে

মোঃ ইমামুল হোসেন
উপ-পরিচালক, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)

মোঃ মাহফুজ হোসেন
সহকারী পরিচালক, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর'২০২৩

প্রেক্ষাপট

দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকার কিছু উদ্যোক্তা ইমিটেশন জুয়েলারী গোল্ডের ছোট ছোট গহনা তৈরী করে সেগুলি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে আসলেও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় তাদের উদ্যোগ প্রসার যেমন বৃদ্ধি পায়নি তেমনি ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ক সম্যখ ধারনা না থাকায় তারা ব্যবসা থেকে বেশি পরিমান মুনাফা অর্জন করতে পারেনি; ফলে প্রয়োনীয়তা দেখা দেয় দক্ষতার সহিত গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং মানসম্মত পরিবেশের মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার, যার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরী করা, গুণগতমানসম্পন্ন কাঁচামাল ব্যবসায়ীর সাথে লিংকেজ স্থাপন করা ও এ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সকলের নিরাপদ পরিবেশ সুনিশ্চিত করা; উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ও কোঁটচাদপুর এবং যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় ইমিটেশন জুয়েলারী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্তদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে।

প্রাককথন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Sustainable Enterprise Project (SEP) প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে আর্থিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। SEP প্রকল্পের কার্যক্রম পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ) ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি খাতের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী উৎপাদন ও বাজারজাত করণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রসার ও আয় বৃদ্ধিকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শিরোনামে সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে মানসম্মত ইমিটেশন জুয়েলারি উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রসার উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে।

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর অঞ্চলের স্বর্ণকারগন ২০০৩ সাল থেকে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী উৎপাদন শুরু করেন। এ অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের প্রধান উৎপাদিত পণ্যই ছিল ছোট ছোট কানের দুল। গুনগত মানসম্পন্ন ও নিত্য নতুন ডিজাইনের জুয়েলারী পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের জ্ঞান দক্ষতার অভাব ছিল। বাংলাদেশে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী পণ্যের প্রচুর চাহিদা থাকলেও মহেশপুর অঞ্চলের পণ্যের গুনগতমান তেমন ভাল না হওয়ায় তারা ভারতীয় পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় তেমন সুবিধা করতে পারছিল না বিধায় কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ), পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় মহেশপুর অঞ্চলে মানসম্মত ইমিটেশন জুয়েলারি উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রসার উপ-প্রকল্পটি গ্রহন করে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থা পণ্যের গুনগতমান উন্নয়ন, নিত্য নতুন ডিজাইনের নতুন পণ্য উৎপাদন, পণ্যের রং এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকরণ এবং ভাল দামে পণ্য বিক্রির জন্য বাজার সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহন করে আসছে। প্রকল্প গ্রহনের পর হতে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, ভাল দামে পণ্যবিক্রি করে আয়বৃদ্ধি এবং কমসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভুমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে সদস্যদের নুতন নুতন ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর একটি পাবলিকেশন তৈরি হচ্ছে বিষয়টি জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং পাবলিকেশনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(নাছিমা বেগম)
নির্বাহী পরিচালক
শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ),যশোর।

ভূমিকা

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন ১৯৮৫ সালের জন্মলগ্ন থেকে মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকায়ন, সু-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, ত্রাণ পূণঃবাসন, আর্থ-সামজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন Sustainable Enterprise Project (SEP) নামে একটা প্রকল্প গ্রহন করে। ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ও কোঁটচাদপুর এবং যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় কিছু উদ্যোগ ছোট ছোট ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারীর গহনা তৈরী করে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবসা করলেও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় তাদের ব্যবসায়িক প্রসার যেমন বৃদ্ধি পায়নি তেমনি উদ্যোগ পরিচালনা বিষয়ক সম্যখ ধারনা না থাকায় তারা উদ্যোগ থেকে বেশি পরিমান মুনাফা অর্জন করতে পারেনি; ফলে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় দক্ষতার সহিত গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং মানসম্মত পরিবেশের মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার যার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরী করা, গুণগতমানসম্পন্ন কাঁচামাল ব্যবসায়ীর সাথে লিংকেজ স্থাপন করা ও এ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সকলের নিরাপদ পরিবেশ সুনিশ্চিত করা; বিষয়টি বিবেচনা করে দাতা সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ও কোঁটচাদপুর এবং যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের উপ প্রকল্পের আওতায়-"Promoting Environment friendly enterprise through quality production and marketing of imitation jewelry"এর আওতায় সাব সেক্টর ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী কাজের সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতা উন্নয়নবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা বাস্তবায়ন করছেঃ

একনজরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন ১৯৮৫ সাল থেকে গ্রামের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন। এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্থা তৃনমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠির বিশেষ করে নারী ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও ক্ষমতায়নে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

ভিশন একাধিক সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি ঐক্যবদ্ধ,শান্তিপূর্ণ উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মিশন : স্বাস্থ্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন,পরিবেশগত উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

লক্ষ্য ঃ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সামগ্রিক দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

সংস্থার এর উদ্দেশ্য ঃ

১. অতিদরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের গুনগত শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা;
২. ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা;
৩. কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকার প্রশাসন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৪. স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখা;

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের গর্ব

পল্লী উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট থেকে বেগম রোকেয়া পদক-২০২২ গ্রহণ করছেন এসএনএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব নাছিমা বেগম।

মহিলা উন্নয়নে অনাবদ্ধ ভূমিকা রাখার জন্য শ্রেষ্ট জয়িতা-২০২০-২১ এসএনএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব নাছিমা বেগম।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প পরিচিতি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। Yale's ২০১৬ এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭৩ তম স্থানে রয়েছে। বৈশ্বিকভাবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে অর্থনীতিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও অবক্ষয় এবং ক্রমবর্ধমান বায়ু, মাটি এবং পানি দূষণের ব্যাপক বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের দিকে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য নেতিবাচক পরিবেশগত বাহ্যিকতা হ্রাস করা বাংলাদেশের জন্য একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি সবুজ বাংলাদেশের জন্য বর্ধিত উৎপাদনশীলতা এবং উদ্ভাবন; নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার; জনগণের রাজস্ব উৎপাদন এবং দারিদ্রতার ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রধান সুবিধা প্রদান করবে।

মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সেক্টরে, সক্ষমতা, বাজারের অভিগম্যতা, জ্ঞান এবং আর্থিক বাধাগুলির মিশ্রণের কারণে পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার দিকে মনোযোগ সীমিত। যদিও পরিসংখ্যানগুলি দেখায় যে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজগুলি থেকে জিডিপিতে একটি উচ্চ অবদান রয়েছে, তবে এটি দেখানোর খুব কম প্রমাণ রয়েছে যে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজগুলি একটি টেকসই উপায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র/ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) কর্মক্ষমতা রাজস্ব আয়, যন্ত্রপাতি ব্যবহার, মূলধন-শ্রমের অনুপাত এবং কিছু ক্ষেত্রে শ্রম উৎপাদনশীলতা ছাড়া মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সীমিত। নেতিবাচক বাহ্যিকতা, যেমন দূষণ, স্বাস্থ্যের প্রভাব, বা উৎপাদনশীলতা হ্রাস, সাধারণত খরচে প্রতিফলিত হয় না, যার ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে আরও টেকসই পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে স্থানান্তরিত করতে বা সম্মিলিতভাবে উন্নত পরিবেশগত প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা হ্রাস করে।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP) পরিবেশগতভাবে চাপযুক্ত অথবা জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলির উপর ফোকাস সহ কৃষি ব্যবসা এবং উৎপাদন ক্লাস্টারগুলিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সমর্থন করে। প্রকল্পটির লক্ষ্য কৃষি ব্যবসা ও উৎপাদন খাতে পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ (শক্তি, পানি এবং সম্পদ দক্ষতা) মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সহায়তা করা যাতে পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির মধ্যে পরিবেশগতভাবে টেকসই প্রযুক্তি এবং অনুশীলনের প্রচার করা হয়, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ইকোসিস্টেমে পরিবর্তন আনয়ন করা এবং সহায়তা করা। প্রকল্প-সমর্থিত উদ্যোগে মৌলিক অপারেশনাল নিরাপত্তা নিয়ম গ্রহণ করা।

প্রকল্পটি তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত হবে: (ক) পরিষেবা বৃদ্ধি এবং সিস্টেম সক্ষম করা, (খ) বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর পরিবেশবান্ধব এবং স্থিতিস্থাপক ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য অর্থের অভিগম্যতাকে শক্তিশালী করা এবং (গ) ১- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। ২- প্রকল্পটি অগ্রাধিকার দেবে দূষণকারী মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ব্যবসায়িক ক্লাস্টারগুলির একটি নির্বাচিত সংখ্যক, যা দূষণ কমাতে এবং সম্পদের দক্ষতা বাড়াতে পারে এবং উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ যা পরিবেশ বান্ধব পরিষ্কার এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত ব্যবসা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখবে।

সরকারের সহায়তায়, PKSF তার পরিবেশগত স্থায়িত্ব উন্নত করার জন্য মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সেক্টরের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)' বাস্তবায়ন করছে।

SEP'র উদ্দেশ্য হল লক্ষ্যযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগের দ্বারা পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা গ্রহণ বাড়ানো। বিভিন্ন সাব-সেক্টরে প্রকল্পের প্রভাব প্রদর্শনের জন্য এসইপি ৩০টি প্রধান জেলাকে প্রকল্পের কাজের এলাকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। প্রকল্পটি দূষণকারী মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ব্যবসা ক্লাস্টারগুলির একটি নির্বাচিত সংখ্যককে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং আরও টেকসই পরিবেশের জন্য সহায়ক উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণকে সমর্থন করে।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

নতুন ডিজাইনের এবং ব্র্যান্ডেড ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি সেক্টর সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন এবং মোকাবেলা করা;
- ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারির গুণগত উৎপাদনের মাধ্যমে নতুন সুযোগ তৈরি এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যবসায়িক উন্নতি সাধন;
- নিত্য নতুন ডিজাইনের গহনা উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- উচ্চমানসম্মত গহনা উৎপাদনের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্যাকেজিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র ও অতি-দরিদ্রদের মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা;
- বাজার ও ভোক্তাসম্প্রসারণের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির জন্য একটি ব্র্যান্ড বিকাশ করা।

প্রকল্পের কর্মএলাকা

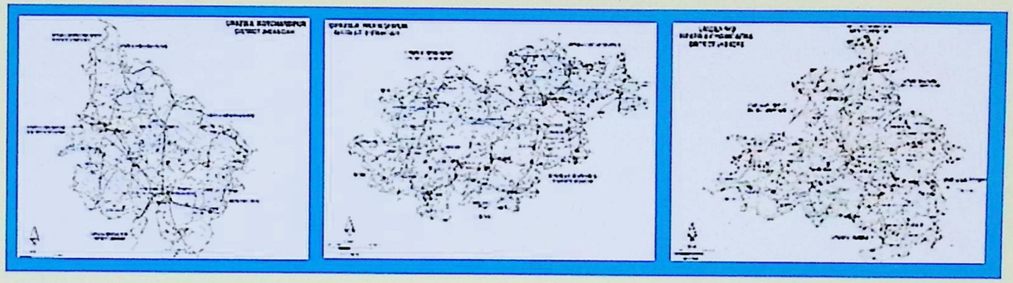

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ও কোঁটচাদপুর উপজেলা এবং যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষভুক্ত উদ্যোক্তা: ১১০০

প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু:সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে

- ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী উৎপাদন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- রঙের স্থায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নতুন ব্র্যান্ড বিকাশের জন্য নতুন ডিজাইন এবং কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- পরিবহন হয়রানি কমাতে কর্মশালার আয়োজন করা;
- স্থানীয় প্রশাসন ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সচেতনতা মূলক কর্মশালা;
- কাঁচামাল বিক্রেতা, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সেবাপ্রদানকারীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন কর্মশালা;
- চাহিদা অনুযায়ী বাজারের তথ্য প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব ভাবে গুণগত মানসম্পন্ন গহনা উৎপাদন ও সঠিক ভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পণ্য সনদ, ব্যবসায়িক সনদ এবং পরিবেশ সনদ বিষয়ক কর্মশালা এবং এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- নতুন নতুন পণ্য (চুড়ি, আংটি, নেকলেস ইত্যাদি) তৈরীতে সহযোগিতা প্রদান;
- উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক হিসাব রক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- পরিবেশ দিবস পালন ও নিয়মিত ভাবে পরিবেশ ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে সভা করা;
- কর্মপরিবেশ রাখার জন্য উদ্যোক্তাদের কাজের জন্য টেবিল-টুল, এলইডি লাইট, বর্জ্যদানী, ফায়ার এস্টিংগুইসার ইত্যাদি বিতরণ;
- লার্নিং ভিজিটের আয়োজন করা;
- অন লাইন মার্কেটিং, প্যাকেজিং এবং পণ্য প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন তৈরী ও প্রচার করা;
- পণ্যের মান উন্নত করতে নতুন প্রযুক্তি স্থানান্তর;
- প্রকল্প স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়ন বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ;

- প্রচারণামূলক উপাদান তৈরী করা এবং উদ্যোক্তা ও জুয়েলারী দোকানে বিতরণ করা;
- কারখানা ও ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা;
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানী রোধে করণীয় বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা;
- উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ইমিটেশন জুয়েলারি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন;
- উদ্যোমী উদ্যোক্তাদের নতুন মেশিনারিজ ক্রয়ের জন্য অনুদান এবং স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করা;
- প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের ব্যবসাার পরিধি বিকাশের জন্য সহজেই ঋণ প্রদান করা;
- পরিবেশবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরী নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও তাদের সর্বাত্নক সহযোগিতা কামনা করা;
- ফায়ার ড্রিলিংস এর উপর ১ দিনের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ;
- উদ্যোক্তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় পরিদর্শণ;
- সর্বোপরি এই ইমিটেশন শিল্পকে একটি পরিবেশবান্ধব শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখা;

ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উৎপাদনের প্রক্রিয়া

যে কোনো ধরনের গহনা তৈরির জন্য নিম্নলিখিত ৪ টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে

- ধাপ-১ ঃ সাজানো
- ধাপ-২ ঃ ঝালাই
- ধাপ-৩ ঃ ছিলা ও পলিশ
- ধাপ-৪ ঃ রং করা

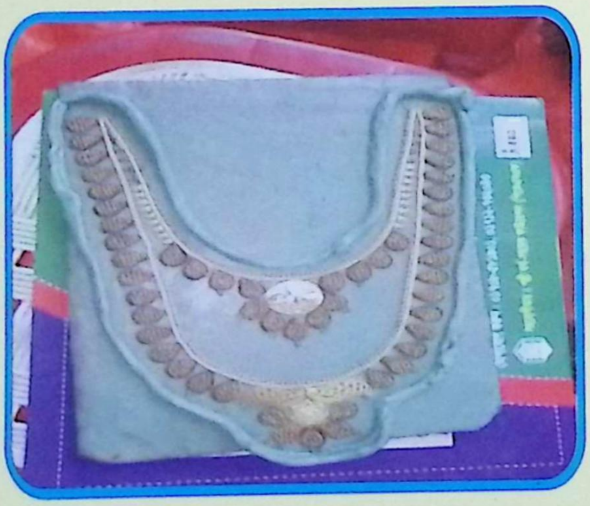

গহনা সাজানো
ক. কাঁচামাল সংগ্রহ;
খ. মোমের প্লেটে ডিজাইন অনুযায়ী গহনার টুকরো সেট করা হয়;
গ. গহনার উপর প্লাস্টার মিশ্রণ ঢালা এবং সেট করা হয়;
ঘ. প্লাস্টার সেট হয়ে গেলে মোমের প্লেটটিশুকানো হয়;

ঝালাইক.
ক. গহনা টুকরা গুলি ঝালাইয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়

ছিলা ও পলিশ

ক. প্লাস্টার রাসায়নিক মিশ্রিত পানিতে ভেজানো হয় ও গহনা পৃথক করা হয়;

খ. গহনা পরিষ্কার করা হয় এবং আকৃতি দেওয়া হয়;

গ. গহনা পালিশ করা হয়;

রং করা

ক. গহনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাসায়নিক পানিতে চুবানো হয়;

খ. রাসায়নিক রঙের বিভিন্নধরণের রঙের উপর নির্ভর করে রং পরিবর্তিত হয়;

গ. সোনার প্রলেপ দেওয়ার ক্ষেত্রে, গহনাগুলি সোনার কাঠি/দণ্ড দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত ট্যাঙ্কে চুবিয়ে রাখা হয়;

ঘ. ধুয়ে, চুড়ান্তভাবে হিট চেম্বারে শুকিয়ে নওয়া হয়;

প্রকল্প শুরুর আগের অবস্থা

- উদ্যোক্তা/কারিগর পর্যায়ে ছোট ছোট কানের দুল তৈরী করতো, যার বাজার মূল্যছিল প্রতি জোড়া ৭/৮ টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি দৈনিক ৬০-৭০ টাকা ছিল;
- কারিগর পর্যায়ে কারিগরি দক্ষতার অভাব ছিলো;
- ডিজাইন নিম্নমানের ছিল;
- ৪০০-৫০০ জন এই পেশার সাথে জড়িত ছিল, ১৫-২০ জন উদ্যোক্তা ছিল;
- গহনা রং করা হতো নিম্নমানের (ড্রাই কালার, পয়সা কালার) যা ২/৩ মাস স্থায়িত্ব ছিল;
- ছোট আকারের ভ্যাট (কপার, নিকেল) মেশিন, ড্রাম মেশিন, আল্ট্রাফিল্টার মেশিন, হিট চেম্বার ইত্যাদি কিছু মেশিন ব্যবহার হতো;
- বাজারজাতকরণের সমস্যা /মার্কেট লিংকেজ সমস্যা ছিল, স্থানীয় বাজারে হাতে গোনা দুই একজন পাইকার এর মাধ্যম পণ্য বিক্রয় করা হতো;
- পণ্য পরিবহনে পুলিশি হয়রানি ছিলো ব্যাপকভাবে, ভারতীয় পণ্যবলে পুলিশ প্রশাসন প্রায়ই হয়রানী করতো;
- কারখানা গুলি স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব ছিলনা;
- কারখানাগুলির বর্জ্য ব্যবস্থপনা (কালার কারখানার কেমিক্যাল মিশ্রিত পানি, বাবহৃত প্লাস্টার অব প্যারিস, ডাইসের অবশিষ্ট অংশ) সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কোন ধারনা না থাকায় তারা সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থপনা করতে না পারায় পরিবেশ নষ্ট হত;
- কারখানা গুলি বায়ু চলাচল স্বচ্ছ আলোর ব্যবস্থা ছিল না;
- সহজভাবে ঋণ নিতে না পারায় উদ্যোক্তারা টাকার অভাবে ব্যবসার পরিসর বড় করতে পারছিল না;
- বিভিন্ন সময়ে কর্মক্ষেত্রে নারীরা হয়রানীর স্বীকার হতো;
- উদ্যোক্তা/কারিগররা মাটিতে বসে কাজ করা, মাস্ক, চশমা, গ্লোভস ব্যবহার না করার কারনে তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকতো;
- কারখানার মালিক/শ্রমিকরা স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন না থাকায় তারা সর্বদায় স্বাস্থ্য ঝুঁকির (হাতে ঘা, চোখের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, মাঝা পিঠে ব্যাথা, গ্যাস্টিক ইত্যাদি) মধ্যে থাকতো ফলে প্রায়শই তারা অসুস্থ থাকতো যার কারনে অনেক সময় পণ্য উৎপাদন ব্যহত হত ফলে তারা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হত;

প্রকল্প শুরুর আগের অবস্থার চিত্র

ছোট ছোট কানের দুল তৈরি করা হত

অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য উৎপাদন হত

মাটিতে বসে কাজ করত

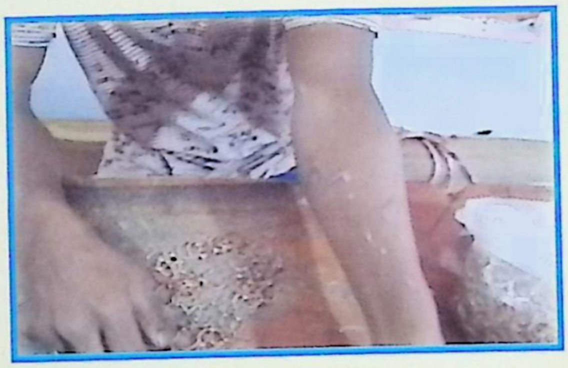

ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জাম ব্যবহার না করায়
হাতে ক্ষত সৃষ্টি হতো

প্রকল্পের কার্যক্রমভিত্তিক তথ্য

প্রকল্প পরিচিতি সভা

প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকাল ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া এবং লক্ষ্যে জেলা উপজেলা পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে। প্রকল্পভুক্ত এলাকার ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলা এবং যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়।

প্রকল্প শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত	
লক্ষ্য	অর্জন
০২	০২

প্রকল্প পরিচিতি সভার ফলে অর্জন

- প্রকল্প পরিচিতি সভার ফলে অংশগ্রহণকারীগন এবং সাংবাদিকদের মাধ্যমে আগ্রহীরা প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নকাল, দাতা সংস্থা, লক্ষিত জনগোষ্ঠি, প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরেছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া গেছে;
- প্রকল্প ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরকারি- বেসরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, সাংবাদিকবৃন্দের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয়েছে যাহা প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে;
- প্রকল্প সুন্দরভাবে বাস্তবয়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ তৈরী হয়েছে;

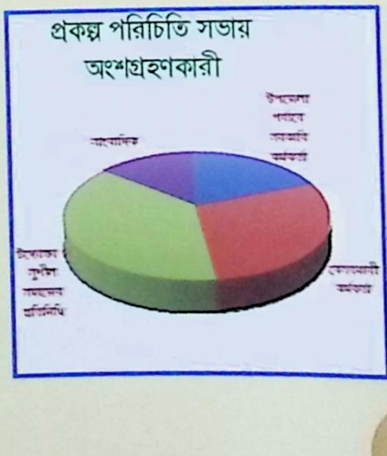

প্রকল্প স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠ ভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থার উর্ধর্তন কর্মকর্তা, প্রকল্পের ফোকাল পার্সন, প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম এর সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সর্বমোট ৫০জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে ০১দিনে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

১. সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্ধেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবহিত করা;

২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জণের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তয়নের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা;

৩. সঠিক উপায়ে বিভিন্ন ফরম পূরণ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা;

৪. সঠিক উপায়ে ডকুমেন্টশন পদ্ধতি ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা;

৫. প্রকল্প এলাকায় কর্মরত কর্মীদের সাথে পরিচিত হওয়া;

চলমান প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণণা করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, জনাব নাসিমা বেগম

চলমান প্রশিক্ষণের একাংশ

উৎপাদনকারী/কারিগরদের গুণগত মানসম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকার উদ্যোক্তাগণ ইমিটেশন জুয়েলারী গোল্ড তৈরী করে থাকলেও গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার অভাব এবং মান সম্মত পরিবেশের অভাব রয়েছে ফলে এ শিল্পের সাথে জড়িতদের গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরী করা, গুণগতমানসম্পন্ন কাঁচামাল ব্যবসায়ীর সাথে লিংকেজ স্থাপন করা ও এ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সকলের নিরাপদ স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রকল্প এলাকায় সাধারণত ছোট কানের দুল বেশী উৎপন্ন হয় এবং এসব পণ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য। মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রেতাদের জন্য কানের দুলের পাশাপাশি মালা, চুড়ি ও আংটি তৈরীর সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের নতুন পণ্য তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানেরমাধ্যমে উদ্যোক্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং সহজেই অত্র এলাকায় নতুন প্রযুক্তির সংযোজন করা সম্ভব। তাই ক্রেতাদের নিত্য নতুন চাহিদা অনুসারে নতুন প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে পণ্যের বৈচিত্র আনয়ন এবং গুণগতমানসম্পন্নপণ্য তৈরী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের পক্ষ থেকে কাঁচা গহনা উৎপাদনকারীদের মধ্য থেকে প্রতি ব্যাচে ২৫জন নিয়ে ০৫দিনের প্রশিক্ষণ এবং ০৫দিনের প্রশিক্ষণ যারা ভালোভাবে নিয়ে সঠিকভাবে কাজ করছে পাশাপাশি যে সমস্ত উদ্যোক্তা/উৎপাদনকারী/কারিগরদের আরো নতুন ডিজাইনের উপর আগ্রহ আছে এমন উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে প্রতিব্যাচে২০জন করে ১০দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া গহনার রঙের স্থায়ীত্ববৃদ্ধি বিষয়ক ০৩দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ক.০৫ দিন ব্যাপি উৎপাদনকারী/কারিগরদের গুণগত মানসম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ঃ

অংশগ্রহণকারীগণ আত্মবিশ্বাসের সাথে গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করবেন।

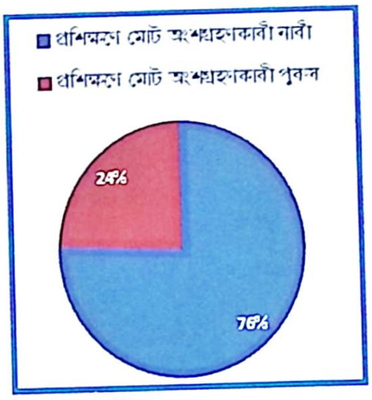

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

- উৎপাদনকারী/ কারিগরদের গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে;
- আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরী করবে;
- ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে উৎপাদনকারীর সংযোগ স্থাপন;
- নিত্য নতুন ডিজাইন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা;
- ডিজাইনের মান উন্নতকরণের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার তৈরীতে সহয়তা করা;

প্রকল্প শুরু থেকে এ পর্যন্ত	
লক্ষ্য	অর্জন
১৪	১৪

চলমান প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থী

চলমান প্রশিক্ষণ একাংশ

খ. ১০ দিন ব্যাপি উৎপাদনকারী/কারিগরদের গুণগত মান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী বিষয়ক বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ঃ

অংশগ্রহণকারীগণ আত্ম-বিশ্বাসের সাথে গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

- উৎপাদনকারী/ কারিগরদের গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরী করা;
- ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে উৎপাদনকারীর সংযোগ স্থাপন;
- নিত্য নতুন ডিজাইন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা;
- ডিজাইনের মান উন্নতকরণের উপর প্রশিক্ষণ;

চলমান প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন দাতা সংস্থা পিকেএসএফ এর এসইপি'র প্রকল্প সমন্বকারী জনাব জহিরউদ্দিন আহম্মেদ

৫দিন ও ১০দিনের উৎপাদনকারী/কারিগরদের গুণগত মান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী বিষয়ক বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলাফল

- উৎপাদনকারী/ কারিগরদের গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে;
- আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরী করতে পারছেন;
- ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে উৎপাদনকারীর সংযোগ স্থাপন হয়েছে;
- উদ্যোক্তারা পরিবেশবান্ধবভাবে গহনা উৎপাদন করতে পারছেন;
- নিত্য নতুন ডিজাইন সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছে এবং সে অনুসারে গহনা তৈরী করতে পারছেন;
- তৈরিকৃত গহনার ডিজাইনের মান উন্নয়ন হচ্ছে;
- নিত্য-নতুন ডিজাইনের গহনা উৎপাদন বৃদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

চলমান প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণাণা করছেন দাতা সংস্থা পিকেএসএফ এর এসইপি'র প্রকল্প সমন্বকারী জনাব জহিরউদ্দিন আহম্মেদ

প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানের আগে উৎপাদিত গহনা

প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর উৎপাদিত গহনা

গ. ০৩ দিন ব্যাপি রং এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি এবং ক্যামিকেলের নিরাপদ ব্যবহারের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

০৩ দিন ব্যাপি রং এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি এবং ক্যামিকেলের নিরাপদ ব্যবহারের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ঃ

- অংশগ্রহণকারীগণ আত্ম-বিশ্বাসের সাথে গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী এবং রং এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করবেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

- উৎপাদনকারী/কারিগরদের গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী এবং রং এর স্থায়ীত্ব করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরী এবং রং এর স্থায়ীত্ব করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে উৎপাদনকারীর সংযোগ স্থাপন;
- নিত্য নতুন রং এর স্থায়ীত্ব করন প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা;
- রং এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি উন্নত করণের উপর প্রশিক্ষণ;

চলমান প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণাণা করছেন প্রজেক্ট ম্যানেজার এসইপি হাতে কলমে প্রশিক্ষণের একাংশ

উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার তৈরী;

প্রকল্প শুরু থেকে এ পর্যন্ত	
লক্ষ্য	অর্জন
০৩	০৩

প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলাফল ঃ

- উদ্যোক্তারা কম খরচে দক্ষতার সহিত ড্রাই কালার, জিপি কালার এবং পয়সা কালারের গহনা তৈরী করতে পারছেন;
- আগের তুলনায় রং স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় গহনা বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে তাদের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পরিবেশে বান্ধব ভাবে গহনায় রং করতে পারছেন;
- গহনায় এখন মিনা কালার করতে পারছেন;

উদ্যোক্তাদের হিসাব ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসার বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ঃ

অংশগ্রহণকারীগণ আত্ম-বিশ্বাসের সাথে একজন আদর্শ উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে হিসাব ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণগ্রহন করে সঠিকভাবে হিসাব রক্ষনা-বেক্ষণ করে ইমিটেশন পণ্য তৈরী ও বাজারজাত করার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করবেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জণ করবে-

- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে;
- ব্যবসা সেক্টরে ব্যবহৃত বিভিন্ন সফটওয়্যার ও এ্যাপস এর ব্যবহার এবং এর সুবিধা ও ইমিটেশন জুয়েলারী খাতে এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে;
- ইমিটেশন জুয়েলারী খাতকে কি ভাবে ডিজিটালাইজড করা যায় সে বিষয় জানতে পারবে;
- ক্ষুদ্র ব্যবসার বৈশিষ্ট কি ও ব্যবসায় ক্ষতি কেন হয় সে বিষয়ে জানতে ও বুঝতে পারবে;
- ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও পন্য নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে;
- ব্যবসার বৈশিষ্ট, ব্যবসার লাভ-ক্ষতির কি? লাভ-ক্ষতির হিসাব এ বিষয় জানতে পারবে;
- ইমিটেশন জুয়েলারী খাতে হিসাব রংক্ষণেরপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবে;
- ট্যালি খাতা ব্যবহার করে কিভাবে দৈনন্দিন হিসাব রক্ষণা-বেক্ষণ করতে হয় এবং ট্যালি খাতা ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে;

চলমান প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণাণা করছেন সংস্থার উপ-পরিচালক জনাব ইমামুল হোসেন

- ট্যালি খাতা ব্যবহার করতে পারবে;
- উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাগন গুণগতমান সম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী ও বাজারজাত করনের জন্য ডিজিটালাইজেশন-এর মাধ্যমে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট;
- সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে ব্যবসায়িক এ্যাপস্ নবায়ন ও তথ্য সরবরাহ করা;
- ব্যবসায়িক হিসাব ও ব্যবসা বিকাশ নিশ্চিত করনের জন্য কি কি ধরনের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও সফটওয়ার/এ্যাপস্ ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে ধারনা প্রদান;
- নিয়মিত ব্যবসাহিক হিসাব হালনাগাদ করা ও এ্যাপসে্ নতুন নতুন ডিজাইনের গহনা আপলোড করা;
- পরিবেশবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করন;

প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলাফল ঃ

উদ্যোক্তারা কাঁচামাল ক্রয় থেকে বিক্রয় পর্যন্ত সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করায় তারা তাদেও লাভের পরিমান সঠিকবাবে বুঝতে পারছেন;

আয়-ব্যয়ের সঠিক ভাবে হিসাব সংরক্ষণ করায় তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছেন;

হিসাব সঠিক ভাবে রাখার জন্য ট্যালী খাতা ব্যবহার করার পাশাপাশি এ্যাপস ভিত্তিক হিসাব রক্ষনা-বেক্ষণ করছেন;

ব্যাবসা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা তৈরী হওয়ায় লাভ-ক্ষতি বিষয়ে অবগত হতে পেরেছেন;

পণ্য পরিবহনে হয়রানী রোধ বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালার লক্ষ্য ঃ

ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত পণ্য পরিবহণে হয়রানী নিরসন।

কর্মশালার উদ্দেশ্য ঃ

- পণ্য পরিবহণে হয়রানী নিরসনে উদ্যোক্তা, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক এবং এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা;
- উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, বিজিবি প্রতিনিধিদেরকে উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত ইমিটেশন পরিবহনে হয়রানির কারণ অবহিত করা এবং হয়রানি নিরসনে করনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব নয়ন কুমার রাজবংশী

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীঃ

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহেশপুর, বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, সংস্থার পরিচালক, উপ-পরিচালক,সহকারী পরিচালক, সাংবাদিক, প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারীর ব্যবসায়িরা, কারখানার মালিক, পাইকারগণ এবং পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি।

ফলাফলঃ

- স্থানীয় ভাবে বৈধ ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেডলাইসেন্স, ক্যাশ মেমো ও চালান, ভ্যাট ও ট্যাক্স লাইসেন্স করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- এবং সরকারি প্রশাসনের সহিত যোগাযোগের ফলে পণ্য হয়রানীর পরিমান কম হয়েছে;
- উদ্যোক্তা, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক এবং এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নের ফলে পণ্য পরিবহণে হয়রানী নিরসন হচ্ছে;
- ইমিটেশন জুয়েলারি ব্যবসায়িরা সমিতি গঠন করেছে;

উৎপাদনকারী ও পাইকারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনমূলক কর্মশালা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

উৎপাদনকারী ও পাইকার দের সাথে একটি সংযোগ তৈরি করে দেওয়া, বিভিন্ন জেলার পাইকার গনের সাথে পরিচিতি ও সংযোগ স্থাপন এর ফলে এখানকার তৈরি গহনা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিতি পাবে, এবং পাইকারগণ ও সরাসরি উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পণ্য সংগ্রহ করতে পারবে, ফলে ব্যবসার প্রচার ও প্রসার দুই বৃদ্ধি পাবে।

কর্মশালায় আলোচক উপজেলা কৃষি অফিসার মহেশপুর

কর্মশালার ফলাফল ঃ

- উৎপাদনকারী ও পাইকার দের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছে;
- ব্যাবসার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সমগ্র বাংলাদেশে ব্যবসার এবং পণ্যের প্রসার ঘটছে;
- এই ব্যাবসার সাথে জড়িত সকলেই লাভবান হচ্ছে;
- উদ্যোক্তারা বাজারের চাহিদা অনুসারে গহনা উৎপাদন করছেন ফলে তাদের বিক্রয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

কর্মশালায় আলোচক উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মহেশপুর

পণ্য সনদ বিষয়ক কর্মশালা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে পণ্য বিষয়ক সনদ গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা;
- ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী পণ্যের পরিবেশগত সনদ এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা;
- বৈধ ভাবে ইমিটেশন পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত সনদ এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা;
- ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে পরিবেশগত সনদ এর প্রয়োজনীয়তা, সার্টিফিকেশন না করার কুফল সম্পর্কে ব্যবসায়িদের ধারনা প্রদান করা;

ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সন হিসাবে আলোচনা করছেন সহকারি পরিচালক, বিএসটিআই, খুলনা

- পরিবেশগত সনদ সম্পর্কে ইমিটেশন জুয়েলারি ব্যবসায়ি এবং কারখানা মালিকদের ধারনা প্রদান করা;

কর্মশালার ফলাফল ঃ

- কোন ধরনের পণ্য সনদ নিশ্চিত করতে হবে সে সর্ম্পকে উদ্যোক্তারা অবগত হয়েছে;
- সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে নিয়মিত পণ্য সনদ নবায়নও তথ্য সরবরাহ করার যোগসূত্র তৈরী হয়েছে;
- পণ্য সনদ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করনের জন্য কি কি ধরনের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও তথ্য সরবরাহ করতে হবে সে সম্পর্কে উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন;

বিজনেজ সার্টিফিকেশন সংযোগ স্থাপন কর্মশালা

কর্মশালার লক্ষ্যঃ

- অংশগ্রহণকারী গণ আত্ম-বিশ্বাসের সাথে এক জন আদর্শ উদ্যোক্তা হিসাবে গুণগত মানসম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরী ও বাজারজাত করার জন্য ব্যবসায়িক সনদ গ্রহনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করবেন।

কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ

- উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাগন গুণগত মানসম্পন্ন ইমিটেশন পণ্য তৈরীও বাজারজাত করনের জন্য ব্যবসায়িক সনদ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- কোন ধরনের ব্যবসায়িক সনদ নিশ্চিত করতে হবে সে সর্ম্পকে ধারনা প্রদান;

ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সন হিসাবে আলোচনা করছেন অধীরকুমার পাল, সচিব,আজমপুরইউপি, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

- সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে নিয়মিত ব্যবসায়িক সনদ নবায়নও তথ্য সরবরাহ করা;
- ব্যবসায়িক সনদ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করনের জন্য কী কী ধরনের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও তথ্য সরবরাহ করতে হবে সে সম্পর্কে ধারনা প্রদান;

অংশগ্রহনকারীর ধরণঃ

ইমিটেশন জুয়েলারী গোল্ড তৈরীর সাথে যারা সরাসরি জড়িত এসইপি প্রকল্পের আওয়াতাধীন এমন ব্যক্তিবর্গ যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং উদ্যোক্তা, রং কারখানার সাথে জড়িত লোকদের নিয়ে ০১দিনব্যাপি এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়;

ফলাফল ঃ

- উদ্যোক্তারা ব্যবসায়িক সনদ কী ?; এর প্রয়োজনীয়/গুরত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছেন;
- ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অধিকাংশ উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসায়িক সনদ (ট্রেড লাইসেন্স) গ্রহণ করছেন;
- বৈধ ভাবে ব্যবসা করতে পারছে

পরিবেশ সনদ বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পরিবেশ কী ? পরিবেশের ভারসাম্য না থাকলে কী ক্ষতি হয়; পরিবেশবান্ধব ভাবে কাজ করতে হলে করণীয় কী সে বিষয়ে জানতে পারবে?
- পরিবেশ সনদ কী এবং প্রয়োজনীয়তা কী সে বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবে;
- ইমিটেশন জুয়েলারী শিল্পে পরিবেশ সনদ গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয় কী তা জানতে পারবে;
- উৎপাদনকারী, পাইকার ও খুচরা ক্রেতা-বিক্রেতা পণ্য বহনকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের সম্পর্ক উন্নয়ন হবে;

ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সন হিসাবে আলোচনা করছেন উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, যশোর

অংশগ্রহণকারী

প্রতি ব্যাচে প্রকল্পভুক্ত এলাকার নেতৃত্বস্থানীয় উদ্যোক্তা (কারখানার মালিক, দোকানদার) এবং আলোচক হিসাবে সরকারি অফিসের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যশোর জেলার উপ-পরিচালক জনাব সা্ঈদ আনোয়ার;

প্রশিক্ষণেল ফলাফলঃ

- উদ্যোক্তরা পরিবেশবান্ধব ভাবে গহনা উৎপাদন করছেন এবং কারখানাগুলি পরিবেশবান্ধব হচ্ছে;
- কর্মপরিকল্পনা অনুসারে উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, যশোর কারখানাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরিবেশ ছাড়পত্র নেওয়ার বিষয়টি জরুরী নয় মর্মে অবহিত করেছেন;
- পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সুসম্পর্ক তৈরী হয়েছে;
- পরিবেশ অদিদপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়ার পদ্ধতি এবং গুরত্ব বুঝতে পেরেছেন;

বিজনেস সার্টফিকেশন বিষয়ের উপর ০১দিনের প্রশিক্ষণ

সাধারণ উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিজনেস সার্টিফিকেশন বিষয়ক নিয়ম নীতি জেনে ব্যবসা সঠিক ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করবেন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণকারী বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সার্টফিকেটের গুরুত্ব, সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

অংশগ্রহণকারীগণ ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির ধাপসমূহ জানতে পারবে;

চলমান প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণা করছেন সংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজার-এসইপি

অংশগ্রহণকারীগণ ভ্যাট/ট্যাক্স রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি এবিষয় বিস্তারিত বিষয়াদি জানতে ও বুঝতে পারবেন;

অংশগ্রহণকারী:

প্রতি ব্যাচে প্রকল্পভুক্ত এলকার নেতৃত্বস্থানীয় ২৫জন উদ্যোক্তা এবং প্রশিক্ষক হিসাবে সরকারি অফিসের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি (ইউপি সচিব);

ফলাফল ঃ

- উদ্যোক্তারা ব্যবসায়িক সনদ কি; এর প্রয়োজনীয়/গুরত্ব এবং সহজে বিভিন্ন সনদ পত্র প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছেন;
- ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অধিকাংশ উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসায়িক সনদ (ট্রেড লাইসেন্স) গ্রহণ করছেন;
- বৈধ ভাবে ব্যবসা করতে পারছে;
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানসহ আশপাশের অন্যান্য ব্যবসায়িদের উদ্বুদ্ধ করছেন;

পরিবেশগত সনদ এবং ফায়ার ড্রিলিংস বিষয়ক ০১দিনের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য :

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পরিবেশগত সনদ প্রাপ্তির জন্য করণীয় বিষয়ক নিয়ম নীতি ও তাৎক্ষনিক দূর্ঘটনা মোকাবিলা করা কৌশল জেনে সঠিক ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করবেন।

ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সন হিসাবে আলোচনা করছেন স্টেশন ইনচার্জ, ফায়ার ব্রিগেড, মহেশপুর

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

অংশগ্রহণকারী বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশগত সার্টিফিকেটের গুরুত্ব, সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

অংশগ্রহণকারীগণ কাজ করার সময় কি ধরেনের তাৎক্ষনিক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে সে বিষয়ে ধারনা লাভ করবে;

তাৎক্ষনিক দূর্ঘটনা মোকাবিলা করা কৌশল জানতে পারবে;

অংশগ্রহণকারী :

প্রতি ব্যাচে প্রকল্পভুক্ত এলাকার নেতৃত্বস্থানীয় ৩৫জন উদ্যোক্তা (কারখানার মালিক, দোকানদার) এবং প্রশিক্ষক হিসাবে সরকারি অফিসের সংশ্লিষ্ট ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের কর্মকর্তা কর্মচারী;

প্রশিক্ষক হিসাবে আলোচনা করছেন শ্রী গোবিন্দ্র কুমার মজুমদার, সহাকারী পরিচালক, বিএসটিআই

প্রশিক্ষণেল ফলাফলঃ

উদ্যোক্তরা পরিবেশবান্ধব ভাবে গহনা উৎপাদন করছেন এবং কারখানাগুলি পরিবেশ বান্ধব হচ্ছে;

অংশগ্রহণকারীরা তাৎক্ষনিক দূর্ঘটনা মোকাবিলা করার কৌশল শিখেছেন পাশাপাশি যারা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকেও নিজ আগ্রহে শেখাচ্ছেন;

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

ওরিয়েন্টেশনের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ কর্মক্ষেত্রে কি কি স্বাস্থ্য ঝুকি আছে সে বিষয়ে অবগত হতে পারবে এবং স্বাস্থ্য ঝুকি মোকাবিলা করা কৌশল জেনে সঠিক ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করবেন।

ঝুকি মুক্তভাবে কাজ করে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট থেকে মানসম্মত কাজ করতে পারবে;

আলোচনা করছেন ডাঃ উম্মে আরওয়া, মেডিকেল অফিসার, মহশেপুর হসপিটাল

উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণকারী কর্মক্ষেত্রে কাজ কি ধরণের স্বাস্থ্য ঝুকি আছে সে বিষয় জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
তাৎক্ষনিক স্বাস্থ্য ঝুকি দূর্ঘটনা মোকাবিলা করা কৌশল জানতে পারবে;
ঝুকি মুক্তভাবে কাজ করে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট থেকে মানসম্মত কাজ করতে পারবে;

অংশগ্রহণকারী

প্রতি ব্যাচে প্রকল্পভুক্ত এলকার নেতৃত্বস্থানীয় ৪০জন উদ্যোক্তা এবং প্রশিক্ষক হিসাবে সরকারি/বেসরকারি হসপিটালের একজন এমবিবিএস ডাক্তার;

ফলাফল

অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীরা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চেয়ার টেবিলে কাজ করছেন;
নিয়মিত মাস্ক, চশমা প্রয়োজন অনুসারে গ্লোভস পরে কাজ করছেন;
নির্দিষ্ট সময় পরপর কাজ থেকে উঠে একটু হাটা-হাটি করার পর পনুরায় কাজ শুরু করছেন;
সরকারি হসপিটালের সুবিধা সম্পর্কে জানতে পেরে ডাক্তারদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরী হয়েছে;
কম আলোয় কাজ করা থেকে বিরত থাকছেন;
প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি রপ্ত করতে পেরেছেন;
অংশগ্রহণকারীর পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোক্তারাও এই ধরনের চর্চাগুলি কাজে লাগাচ্ছেন;

কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানী নিরসনে করণীয় বিষয়ে ০১দিনের ওরিয়েন্টেশন

সাধারণ উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ কর্মক্ষেত্রে নারীদের কিকি ঝুকি আছে সে বিষয়ে অবগত হতে পারবে এবং স্বাস্থ্য ঝুকি মোকাবিলা করা কৌশল জেনে সঠিক ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করবেন।

আলোচনা করছেন উপজেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চৌগাছা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- অংশগ্রহণকারী কর্মক্ষেত্রে নারীদের কি ধরণের ঝুকি আছে সে বিষয় জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তাৎক্ষণিক ঝুঁকি মোকাবিলা করা কৌশল জানতে পারবে;
- ঝুঁকিমুক্তভাবে কাজ করে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট থেকে মানসম্মত কাজ করতে পারবে;

অংশগ্রহণকারী

প্রতি ব্যাচে প্রকল্পভুক্ত এলকার নেতৃত্বস্থানীয় ৪০জন উদ্যোক্তা এবং প্রশিক্ষক হিসাবে উপজেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চৌগাছা/মহেশপুর;

ফলাফলঃ

নারী হয়রানীর স্বীকার হলে করনীয় কী সে বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে;
নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং নারীদের হয়রানী রোধে প্রচলিত আইন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন;
কোন উদ্যোক্তা হয়রানির স্বীকার হলে সংস্থা পর্যায়ে করণীয় কী সে বিষয় অংশগ্রহণকারী এবং অংগ্রহণকারীর মাধ্যমে অন্যান্য উদ্যোক্তারা জানতে পেরেছে;
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে নারীদের জন্য যে সহযোগিতা আছে সেগুলি সম্পর্কে সকলে অবহিত হয়েছেন;

উদ্যোক্তাদের ব্যবসার প্রসারের জন্য ই-মার্কেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা

- ই-মার্কেটিং কী? এর সুবিধা অসুবিধা কী বিষয়গুলি পূনাঙ্গ রুপে জানতে পারবে;
- ফেসবুক মার্কেটিং সম্পর্কে সার্বিক ধারনা পাবে এবং নিজেরাই ফেসবুক পেজ খুলে ব্যাবসা করতে পারবে;

- ইউটিউব কী? ইউটিউবে কী ভাবে ব্যবসা করা যায় সে বিষয়ে সার্বিক ধারনা পাবে এবং নিজেরাই ইউটিউবে চ্যানেল খুলে তাদের গহনার বিজ্ঞাপন দিতে পারবে;
- উৎপাদিত ইমিটেশন গহণা সরাসরি বিক্রয় করার পাশাপাশি অন-লাইনে বিক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে;
- ব্যবসার প্রসার ঘটবে এবং উদ্যোক্তারা আর্থিকভাবে আরো বেশি স্বচ্ছল হবে;

অংশগ্রহণকারীর ধরণ

ই-মার্কেটিং এ আগ্রহী এবং এই বিষয় সম্পর্কে একটু ধরনা আছে এমন ২৫জন উদ্যোক্তা (প্রতি ব্যাচে) এবং প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ ফ্যাসিলেট করেন যশোর আইটি পার্কের দুইজন অনলাইন মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ।

প্রশিক্ষণের ফলাফল

অংশগ্রহণকারীরা ই-মার্কেটিং কি? ইউটিউব কি? এর সুবিধা অসুবিধা কি বিষয়গুলি পূনাঙ্গ রুপে জানতে পেরেছে;

অংশগ্রহণকারীর মধ্যে অনেকেই প্রশিক্ষণ পরবর্তি ফেসবুক পেইজ খুলে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করেছেন;

ফেসবুক বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে অনেকের পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

উদ্যোক্তাদের পণ্য পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে;

উদ্যোক্তাদের হাতে কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে ফায়ার ড্রিলিংস বিষয়ক ১ দিনের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর-

ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সন হিসাবে আলোচনা করছেন স্টেশন ইনচার্জ, ফায়ার ব্রিগেড, মহেশপুর

আকস্মিক দূর্ঘটনা হলে প্রাথমিক অবস্থায় করণীয় কি সে সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বাস্তবে মোকাবিলা করার কৌশল রপ্ত করতে পারবেন;

আগুন কি? অগ্নিকান্ডের কারন এবং আগুন লাগলে করনীয় বিষয়ে জানতে পারবেন এবং বাস্তবে মোকাবিলা করার কৌশল রপ্ত করতে পারবেন;

প্রাথমিক অবস্থায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল নিজেরা রপ্ত করার পাশাপাশি অন্য উদ্যোক্তাদেরকে ধারনা দিতে পারবে;

দূর্ঘটনার পরিমান কম হবে; উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে;

অংশগ্রহণকারীর ধরণ

হাতে কলমে প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রতি ব্যাচে ২৫জন উদ্যোক্তা এবং প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ ফ্যাসিলেট করেন মহেশপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ম্যানেজার ও সহকারি হিসাবে ০৬জন ফায়ার ফাইটার।

প্রশিক্ষণের ফলাফল

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ আকস্মিক দূর্ঘটনা হলে প্রাথমিক অবস্থায় করণীয় কী সে সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং বাস্তবেদূর্ঘটনা মোকাবিলা করার কৌশল রপ্ত করতে পেরেছেন;

আগুন কী? অগ্নিকান্ডের কারন এবং আগুন লাগলে করনীয় বিষয়ে জানতে পেরেছেন এবং বাস্তবে আগুন লাগলে মোকাবিলা করার কৌশল রপ্ত করতে পেরেছেন;

প্রাথমিক অবস্থায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল নিজেরা রপ্ত করার পাশাপাশি অন্য উদ্যোক্তাদেরকে ধারনা দিতে পেরেছেন;

শিক্ষা সফর

বগুড়ায় শিক্ষা সফরকালিন সময়ে ধরমপুর বাজার ব্যাবসায়ি সমিতির সহিত মতবিনিময় সভা

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য ঃ

- ইমিটেশন জুয়েলারী নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার সাথে উৎপাদনকারীর সংযোগ স্থাপন;
- নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নতুন মেশিনারিজ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা;
- বড় বড় গহনা তৈরীতে ব্যবহৃত কাঁচামাল প্রাপ্তির স্থান সম্পর্কে ধারনা গ্রহন;
- উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার তৈরীতে নতুন নতুন বাজার সম্পর্কে ধারনা গ্রহন;

লক্ষ্যভুক্ত অংশগ্রহনকারীঃ

ইমিটেশন জুয়েলারী গোল্ড তৈরীর সাথে যারা সরাসরি জড়িত এমন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যেমন কারিগর, উৎপাদনকারী, রং করণের সাথে জড়িত লোকদের নিয়ে এসইপি প্রকল্পের ষ্টাফ এবং শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিটি শিক্ষা সফর ০২ দিন ব্যাপি হয়।

সাভার ভাকুর্তায় উদ্যোক্তাদের কাজ দেখছেন সফরকারী দল

শিক্ষা সফরের ফলাফলঃ

বগুড়া, সাতক্ষীরা এবং ভাকুর্তায় কি ধরনের ইমিটেশন পণ্য উৎপাদন হয়, কিভাবে বাজারজাত করা হয়, কাঁচামাল গুলি কি ভাবে সহজলভ্য ভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে ধারনা পাওয়া গেছে;

সফরকৃত এলাকায় তৈরীকৃত গহনাগুলির মধ্যে যে গুলি প্রকল্প এলাকার তৈরী হত না সে গুলি এখন তৈরী হচ্ছে এর ফলে সকল প্রকার ইমিটেশন গহণা একই স্থানে পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে পাইকাররা প্রকল্প এলাকার উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে আরো বেশি পরিমানে গহনা ক্রয় করছে ফলে উদ্যোক্তাদের বিক্রয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে;
তথ্যে আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন-নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে ফলে প্রকল্প এলাকার উদ্যোক্তদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;

উন্নয়ন মেলা

মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্যে

- উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত গহনার প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা;
- উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত গহনার অধিকতর প্রচার-প্রচারণা করা;
- পাইকার ও খুচরা ক্রেতাদের সঙ্গে সংয়োগ স্থাপন করা;
- ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করা;

যশোর পুলিশ প্লাজায় আয়োজিত মেলায় এসইপি'র উদ্যোক্তাদের দেওয়ার স্টল

মেলার সংক্ষিপ্তসার

যশোর জেলা পুলিশের উদ্যোগে যশোর পুলিশ প্লাজা মাঠে অনুষ্ঠিত বিশাল মেলার মাঠে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারির জন্য এসইপি এর আওতায় এসইপি'র উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত গহনার সম্ভার নিয়ে ০৩টি স্টল দেওয়া হয়। ২২জুন ২০২৩ থেকে ২৮জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলমান এই মেলায় প্রায় ৪৫২৫৭০/-টাকার গহণা বিক্রয় হয়।

মেলায় অংশগ্রহণের ফলাফল

- নতুন নতুন পাইকারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন হয়েছে;
- মেলা চলাকালিন সময়ে প্রায় ৪৫২৫৭০/-টাকার গহণা বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তাদের গহনা বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- এসইপি প্রকল্প সম্পর্কে মেলায় আগত জনসাধারন জানতে পেরেছে;
- উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত গহনার অধিকতর প্রচার-প্রচারণা হযেছে;

পরিবেশ ক্লাবের দ্বি-মাসিক সমন্বয়সভা

চলমান পরিবেশ ক্লাব মিটিং এর একাংশ

পরিবেশ ক্লাব গঠন ও সভার উদ্দেশ্য

উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা এবং সেগুলি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া;
উদ্যোক্তাদের ব্যবসাগুচ্ছের পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনে সহযোগিতা করা;
কোন উদ্যোক্তার ঋণ বিতরণ, নতুন সদস্য অর্ন্তভুক্তকরণ, ঋণের পরিমান বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সুপারীশ করা;
পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা;

দিবস পালন;

ক্লাবের সদস্যরা ক্লাব থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন;

পরিবেশ ক্লাবের সদস্যদের ধরন

প্রতিটি ক্লাবে স্থানীয় শিক্ষক, ধর্মগুরু, মসজিদের ইমাম, অন্যান্য এনজিও প্রতিনিধি, এলাকার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও লোকাল লিডার ক্লাবের সদস্য এবং এসইপি'র ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা দিনে প্রতিটি ক্লাবে সর্বমোট ৩৫ জন নিয়ে গঠিত। প্রতি দুইমাসে একবার এই ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবেশ ক্লাব গঠনের ফলাফল

- পরিবেশ ক্লাব গঠনের ফলে উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত সমস্যাগুলি চিহ্নিত হচ্ছে এবং সমস্যাগুলি সমাধানে (এসইপি,বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উদ্যোক্তা এবং পরিবেশ ক্লাবের সদস্য) যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে;
- ঋণ বিতরণ, নতুন সদস্য অর্ন্তভুক্তকরণ, ঋণের পরিমান বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সহজ হচ্ছে;
- উদ্যোক্তাদের ব্যবসাগুচ্ছের পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে;
- ক্লাবের সদস্যরা ক্লাব থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ফলে আগের তুলনায় এখন পরিবেশ অনেক উন্নত হচ্ছে;
- সকলে যৌথভাবে বিভিন্ন দিবস পালন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে;

নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর

ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি শিল্প একটি ফ্যাশানেবল শিল্প এখানে সর্বদা নতুনের ছোয়া থাকতে হয়; আর এই নিত্য-নতুন গহণা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক প্রযুক্তির আধুনিক মেশিনারিজ। বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিত্য-নতুন গহণা উৎপাদন করতে পারলে বাজারে টিকে থাকা সম্ভব। অন্যদিকে কিছু কাঁচামাল যেগুলি আমদানি নির্ভর সেগুলি কমিয়ে নিয়ে না আসতে পারলে উদ্যোক্তাদের লভ্যাংশের পরিমানও কমতে থাকে; বিষয়টি বিবেচনা করে এসইপি'র আওতায় যে সকল উদ্যোক্তা আধুনিক প্রযুক্তির আধুনিক মেশিনারিজ ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলেও অর্থের অভাবে ক্রয় করতে পারছেন না তারাসহ অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কিছু অনুদান প্রদান করে মেশিনারিজ ক্রয় করার জন্য সহযোগিতা করা হয়।

প্রকল্প এলাকায় সর্বপ্রথম আমদানিকৃত কাস্টিং মেশিন

উদ্যোক্তাদের মাঝে নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের ফলাফল

- নতুন প্রযুক্তি হিসাবে উদ্যোক্তারা কাস্টিং মেশিন ক্রয় করায় কাচাঁমালের আমদানি নির্ভরতা কম হচ্ছে সঙ্গে নিত্য নতুন ডিজাইনের গহনা তৈরী হচ্ছে;
- অটো ডাইস কাটিং মেশিন ক্রয় করার ফলে উদ্যোক্তাদের ভারত থেকে ডাইস আমদানি করা কমে গেছে ফলে তাদের কাচাঁমাল সহজলভ্য হওয়ায় তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে;
- উন্নতমানের নিকেলমেশিন, কপারমেশিন, আল্টাফিল্টার মেশিন এবং হীট চেম্বার ক্রয় করায় তাদের আগের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- কাঁচামাল এখন হাতের নাগালে পাওয়ায় উদ্যোক্তাদের উৎপাদন ব্যায় আগের তুলনায় কম হওয়ায় লাভের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে;

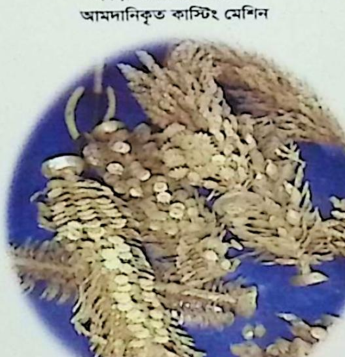

কাস্টিং মেশিনের মাধ্যমে উৎপাদিত কাস্টিং ডাইস

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস সম্পর্কে আলোচনা করছেন সংস্থা উপ-পরিচালক, জনাব ইমামুল হোসেন

প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ সংকটের মুখোমুখি, এই সংকট বিশেষ কোন গোষ্টি, দেশ বা জাতির নয়; সমগ্র মানব জাতির। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে বিপন্ন পরিবেশ। মানুষের বসবাস উপয়োগী বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে চাই দূষণমুক্ত পরিবেশ; তাই বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভুমিকা গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজন অধিকতর সচেতনতা। এই সচেতনতার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুন্দর রাখতে পারি; এর ফলে বাঁচবে পৃথিবী, বাঁচবে মানবজাতি আর এ জন্য প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব চিন্তা-চেতনা। এই বিষয়টি বিবেচনা করে এসইপি'র উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রতিবছর ৫জুন পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে উদ্যোক্তাদের অঙ্গীকার

বিশ্ব পরিবেশ দিবস বিষয়ক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেছেন জনাব নয়ন কুমার রাজবংশী, ইউএনও, মহেশপুর

উদ্যোক্তারা প্রত্যেকেই বাড়িতে অন্ততঃ পক্ষে একটি করে গাছের চারা রোপন করবে পাশাপাশি অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা;

প্লাস্টিক ব্যাবহার যথাসম্ভব কম করা;

উদ্যোক্তাদের কারখানার বর্জ্য ও বাড়ির বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে প্রয়োজনে রি-সাইকেলিং করে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া;

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ীর জন্য এলইডি লাইট ব্যবহার করা;

বাড়ি এবং বাড়ির আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা;

বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পর্যাপ্ত আলোর জন্য শেডের ছাদে ট্রান্সপারেন্ট চাল ব্যবহার করা এবং শেডের ছাদে তাপ নিরোধক (ইনসুলেটর) ব্যবহার নিশ্চিত করা;

কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মাথার উপরের স্থানে ভারী কোন বস্তুর মজুদ থাকলে তা অপসারণ করা;

প্রথিমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ নেওয়া ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা;

কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা। কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর টয়লেট এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা;

কর্মক্ষেত্রে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা; যেমন: লাইট ও ফ্যান বসানো, জানালা অথবা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা।

উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসেবে সোলার প্যানেল ব্যবহার করা।

পানি দূষণ রোধে গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ যেমন: কারখানার চারদিকের ড্রেন পরিস্কার ও নালার উন্নয়ন করা ও নিয়মিতপরিস্কারের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা করা;

কারখানা সৃষ্ট বায়ু দূষণ রোধে গৃহীত উদ্যোগ গ্রহণ করা;

কারখানায় সৃষ্ট শব্দ দূষণ রোধে গৃহীত উদ্যোগ গ্রহণ করা;

অগ্নি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (মাটি, বালি ও পানি) ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

উদ্যোক্তাদের তৈরী ইমিটেশন জুয়েলারী পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি প্রয়োজন হয় বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন

উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত ইমিটেশন জুয়েলারী পণ্যের বাজারজাতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের তৈরী পণ্য ডিসপ্লে ও বিক্রয়ের জন্য প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ০৪টি (ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার নওদাগ্রাম বাজারে ইমরান সিটিগোল্ড এন্ড ডিসপ্লে সেন্টার, জলীলপুর বাজারে ইত্যাদি স্টোর এন্ড ডিসপ্লে সেন্টার, নিঝুম সিটিগোল্ড এন্ড ডিসপ্লে সেন্টার এবং মহেশপুর উপজেলার সলেমানপুর বাজারে জবা সিটিগোল্ড এন্ড ডিসপ্লে সেন্টার)

ডিসপ্লে, সেলস এন্ড সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়। এখানে উদ্যোক্তারা তাদের গহনা বিক্রয়ের পাশাপাশি নিত্য-নতুন ডিজাইনের গহনা ডিসপ্লে রাখেন: এর ফলে একজন পাইকার কিংবা খুচরো ক্রয়কারি সহজেই পছন্দমতো গহনা ক্রয় এবং অর্ডার দিতে পারেন এবং এসংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করতে পারেন।

উদ্যোক্তাদের পণ্য সকলের নিকট পৌছানোর জন্য ওয়েব সাইট

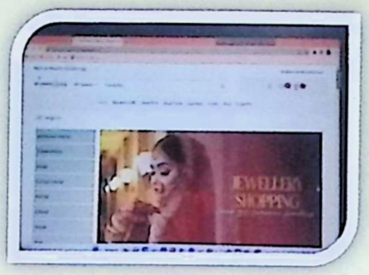

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে উদ্যোক্তারা যাতে তাদের উৎপাদনকৃত গহনা অনলাইনে দেশে-বিদেশে বিক্রয় করতে পারেন সেজন্য http://bdimitationjewellery.com ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। এখানে উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত গহনার তথ্য ও মূল্যসহ বিজ্ঞাপন/প্রদর্শনী করে থাকেন এখান থেকে ক্রেতারা সহজেই তাদের পছন্দমত ক্রয়/অর্ডার দিতে পারেন।

উদ্যোক্তাদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন এবং পরিবেশগত চর্চা গুলি পরিপালনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সরঞ্জামাদি বিতরণ

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য পরিবেশবান্ধবভাবে পণ্য উৎপাদন করা। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রকল্প নির্ধারিত ২০টি পরিবেশগত চর্চা পরিপালনের জন্য উদ্যোক্তদের উদ্বুদ্ধ করা হয় । এই প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে মোট উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা একটু গ্রহণযোগ্য তাদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন এবং পরিবেশগত চর্চা গুলি পরিপালনে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের মাঝে কাজের জন্য টুল টেবিল, কর্মস্থলে ব্যবহারের জন্য এলইডি বাল্ব, ফায়ার এস্টিংগুইসার, মাস্ক, চশমা, গ্লভস, বর্জ্যদানী, তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পীট স্থাপন ও ডিজাইন বইসহ পরিবেশ রক্ষায় করনীয় বিষয়ক প্রচার প্রচারণার জন্য পোস্টার, লিফলেট, স্টীকার বিতরণ করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের প্ক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের মাঝে দুই ধরনের ঋণ বিতরণ করা হয় ০১। সাধারণ সেবা ঋণ এবং ০২। অগ্রসর এসইপি ঋণ

সাধারণ সেবা ঋণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন নিত্য-নতুন আধুনিক ডিজাইনের মানসম্মত গহনা যাহা পরিবেশবান্ধ ভাবে উৎপাদিত হয়; আর এর জন্য প্রয়োজন নিত্য-নতুন আধুনিক প্রযুক্তির মেশিনারীজ যার মাধ্যমে একটি ক্লাস্টার তথা একটি এলকার মানুষ এখান থেকে তাদের কাজটি করিয়ে নিতে পারবে। সকলের পক্ষে এই মূল্যবান মেশিনারীজ ক্রয় সম্পন্ন করা সম্ভব নয় ফলে কিছু আগ্রহী উদ্যোক্তাকে স্বল্প সূদে ঋণ নিয়ে মেশিনারীজ ক্রয় করতে পারে সে জন্য তাদেরকে ঋণ প্রদান করা হয় এই খাত থেকে।

এসইপি অগ্রসর ঋণ

প্রকল্প এলাকার লক্ষিত জনগোষ্ঠির তাদের ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি ব্যবসার প্রসার করার জন্য প্রয়োজন আর্থিক সহযোগিতা আর সেই জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে দ্রুত সময়ে ঋণ বিতরণ করা হয়। এই ঋণ গ্রহণনের সময় প্রকল্প নির্ধারিত পরিবেশকে ঠিক রাখতে কিছু অঙ্গীকার করা প্রয়োজন হয় এবং সেগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হয়।

প্রকল্পের কর্মকান্ড গ্রহণের ফলে বর্তমান অবস্থা

- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা/কারিগর পর্যায়ে ছোট থেকে আধুনিক মানের ও বড় বড় গহনা তৈরীর সক্ষমতা অর্জন হয়েছে এবং গড় মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে (কণ্ঠচিক-৬৫০/-, সীতাহার-১০০০/-, চুড়-৩৮০/-, বড় বড় কানের দুল-১০০/- ইত্যাদি);
- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভালো মানের রং (জিপি-গোল্ড প্লেটেড) ব্যবহার বিষয়ে জানতে পেরে এর সংযোজন ঘটেছে (স্থায়িত্ব ১ বছর) এবং এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কারিগর পর্যায়ে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে, গড়ে দৈনিক মজুরী ৩৫০/৭০০ টাকা;

- নিত্য-নতুন ডিজাইনের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- উদ্যোক্তা ও পাইকারদের মাঝে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ তৈরী হয়েছে;
- পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, পরিবহন শ্রমিক নেতাদের সমন্বয়ে কর্মশালা করার ফলে এবং ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় ব্যাপকভবে প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে পণ্য পরিবহনে হয়রানি কমেছে;
- প্রকল্পের বর্তমান সদস্য ১১০০ জন এবং রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০০ জন হয়েছে;
- কারখানা গুলি পরিবেশ বান্ধব হয়েছে;
- কারখানার উদ্যোক্তা/কারিগরদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য মাস্ক, গ্লোভস, চশমা, এলইডি লাইট, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ব্যবহারে মাধ্যমে কর্মময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য ঝুকি কমে গেছে;
- বিভিন্ন প্রকার নিত্য-নতুন মেশিনারিজ এর সংযোজন করার ফলে গহনা উৎপাদনে আধুনিকতা যেমন এসেছে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে কাঁচামালের জন্য ভারত নির্ভরতা কম হয়েছে (অটোডাইস কাটিং মেশিন, ভ্যাট/নিকেল মেশিন, ড্রাম/ওয়াশ মেশিন, অটো হিট চেম্বার মেশিন, আল্ট্রা ফিল্টার, কাস্টিং মেশিন ইত্যাদি);
- কারখানাগুলির বর্জ্য ব্যবস্থপনা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের সচেতন হয়ে তারা বর্জ্যদানি এবং প্রয়োজন অনুসারে তরল বর্জ্যর জন্য পীট ব্যবহার করছে; প্রয়োজন অনুসারে বর্জ্য রি-সাইকেলিং করে পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে; (যেমন গহণা তৈরীর জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টার অব প্যারিস জীপসাম সার হিসাবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে)
- কারখানা গুলি বায়ু চলাচল স্বচ্ছ আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে;
- উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ করার ফলে সহজভাবে ঋণ নিতে পারায় উদ্যোক্তারা টাকার অভাবে ব্যবসার পরিসর বড় করতে পারছে;
- কারখানাগুলি আগের তুলনায় অনেকাংশে পরিবেশ বান্ধব ও সুন্দর হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানের ক্রেতা সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের বিক্রয় বৃদ্ধিও পাশাপামি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

পণ্য ভিত্তিক বাৎসরিক Cost Analysis

প্রকল্প শুরুর আগের অবস্থা					প্রকল্প শুরুর পরের অবস্থা			
ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উৎপাদনের পরিমান	দর (প্রতি জোড়া) টাকা	টাকা	পণ্যের নাম	উৎপাদনের পরিমান	দর (প্রতি জোড়া/ সেট) টাকা	মোট টাকা
১.	পাইপ দুল	৪৫০০০০	৫	২২৫০০০০	বিভিন্ন ডিজাইনের দুল	১৫০০০০০০	২৫	৩৭৫০০০০০০
২.	কলাই দুল	৪৬৫০০০	৫	২৩২৫০০০	বড় কানের দূল	৫৫০০০০	১০০	৫৫০০০০০০
৩.	তারের ঝুমকা	৪২৫০০০	৬	২৫৫০০০০	বড় চিক	৭০০০০	৫০০	৩৫০০০০০০
৪.	সুই সুতা দুল	৩৬০০০০	১০	৩৬০০০০০	বড় কণ্ঠচিক	১০০০০	৬৫০	৬৫০০০০০
৫.	বুড়িপাশা	৩৭৮০০০	৮	৩০২৪০০০	চিক	৫০০০	৩০০	১৫০০০০০
৬.	থেরাপ রিং	৯০০০০	৭	৬৩০০০০	খাইল চিক	৩০০০	৭৫০	২২৫০০০০
৭.	ঘন্টা	১৮০০০০	৭	১২৬০০০০	লাহারী	২০০০	৮০০	১৬০০০০০
৮.					চুড়ি	১০০০০০	২৫০	২৫০০০০০০
৯.					চুড়	২৫০০	৩৮০	৯৫০০০০
১০.					সিতাহার	১৫০০০	১০০০	১৫০০০০০০
১১.					মানতাসা	২০০০০	২৫০	৫০০০০০০
১২.					লকেট	১৫০০০	২০০	৩০০০০০০
১৩.					ঝুমকা	২০০০০	৩০০	৬০০০০০০
মোট উৎপাদন				১৫৬৩৯০০০				৫৩,১৮,০০০০০

ইমিটেশন জুয়েলারী উৎপাদনের চিত্র
প্রকল্প শুরুর পূর্বের উৎপাদন
প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর বর্তমান উৎপাদন
১৬০০০০০০
১৪০০০০০০
১২০০০০০০
১০০০০০০০
৮০০০০০০
৬০০০০০০
৪০০০০০০
২০০০০০০
০
বিভিন্ন ডিজাইনের দুল
বড় কানের দুল
বড় চিক
বড় কণ্ঠচিক
চিক
লাহারী
চুড়ি
চুড়
সিতাহার
মানতাসা
লকেট
ঝুমকা

গহনা বিক্রয়েরর তুলনামূলক চিত্র
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
50000000
0
বিভিন্ন ডিজাইনের দুল
বড় চিক
চিক
লাহারী
চুড়
মানতাসা
ঝুমকা
বর্তমান উৎপাদিত গহনা বিক্রয় (টাকায়)
প্রকল্প শুরুর পূর্বের গহনা বিক্রয় (টাকায়)

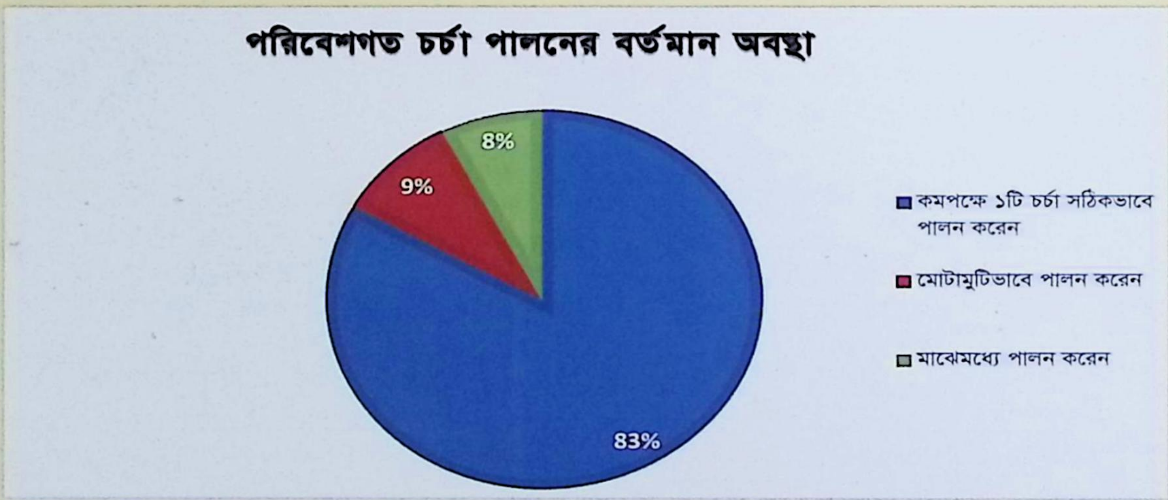
পরিবেশগত চর্চা পালনের বর্তমান অবস্থা
8%
9%
83%
কমপক্ষে ১টি চর্চা সঠিকভাবে পালন করেন
মোটামুটিভাবে পালন করেন
মাঝেমধ্যে পালন করেন

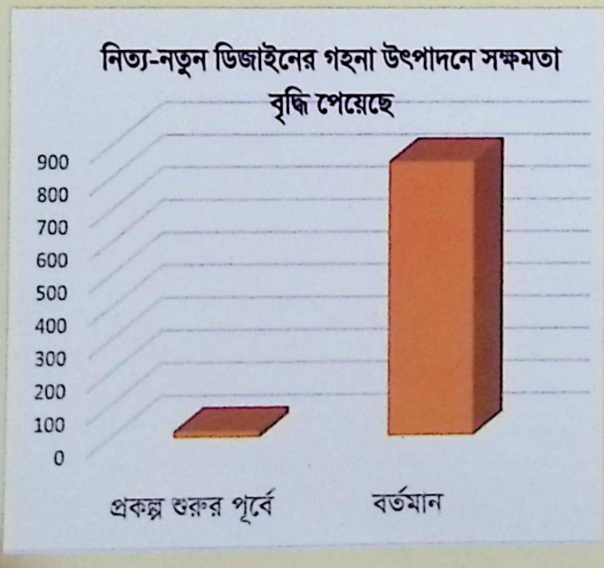
নিত্য-নতুন ডিজাইনের গহনা উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
প্রকল্প শুরুর পূর্বে
বর্তমান

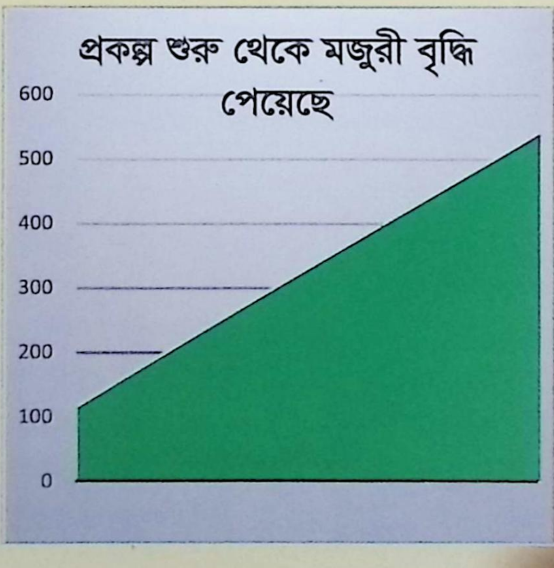
প্রকল্প শুরু থেকে মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে
600
500
400
300
200
100
0

আমিও পারি ঘুরে দাঁড়াতে

উদ্যোক্তা- মোঃ রাসেল হোসেন
পিতার নাম- আঃ ওয়াদুদ
ঠিকানা- জলিলপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।
মোবাইল- ০১৯৮৭২৭১২৬৬
সদস্য আইডি নং- ০১৪
সমিতি- জলিলপুর পুরুষ সমিতি(কোড নংঃ ৩৪)
শাখা- মহেশপুর
সংস্থা- শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির পূর্বে তাঁর আর্থ সামাজিক দূর্বল অবস্থার বর্ননাঃ

কথায় আছে দেখাদেখি চাষ, পাশাপাশি বাস। শুনাবো মোঃ রাসেল হোসেন এর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প।
মহেশপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলার সিমান্ত ঘেষা একটি উপজেলা। এটি বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাংশে ভারতের-বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত। এই উপজেলারই একটি গ্রাম জলিলপুর। মোঃ রাসেল হোসেন, গ্রাম: জলিলপুর, মোঃ আঃ ওয়াদুদ এর ছেলে।
কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি একজন ইমিটেশন কারখানার কর্মী ছিলেন। কিন্তু তাতে বছরের পর বছর চলে গেলেও জীবন মানের কোন পরিবর্তন হচ্ছিলো না। অতঃপর অন্য কারখানার কর্মীদের কাছ থেকে শুনে ইমিটিশন গোল্ড জুয়েলারীর রং এর কাজ সম্পর্কে খোজ খবর নিতে থাকেন এবং চেষ্টা করতে থাকেন রং এর কাজ শেখার কিন্তু কোথাও কেউ শেখাতে রাজি হয়নি। অসীম মনোবল এবং অদম্য সাহসের জোরে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন নতুন করে চ্যালেঞ্জ নিবেন। কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাড়ালো পুজি না থাকার সমস্যা এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। বিভিন্ন যায়গায় ঘুরে ঘুরে ব্যার্থ হতে হয় পুজি সংগ্রহ করতে এবং রং এর কাজ শিখতে। চারিদিক থেকে হতাশা আর হাহাকার যেন আবারও ঘিরে ধরতে উদ্দ্যত।
এভাবেই তার সংসার জীবনে নেমে আসে কালো মেঘের ঘনঘটা। দিন আনি দিন খাই ভাবেই ইমিটেশন গোল্ড এর কাজ শুরু করেন। দৈনন্দিন অভাবের পাশাপাশি রাসেল হোসেন ইমিটেশন পণ্য তৈরী করে কোন রকম সংসার চালাতেন। স্ত্রী সন্তান নিয়ে এক দূর্বিসহ যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে তার দিন কাল অতিবাহিত হত। সংসার জীবনে অভাব অনটন ছিলো তার নিত্যসঙ্গী। সময়ের পরিক্রমায় এক সময় শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এর একজন এসইপি ঋণী সদস্য এর সাথে যোগাযোগ হয় এবং তিনি জানতে পারেন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় রং এর স্থায়ী করন এর উপর তিন দিন মেয়াদী বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন এবং ঋণ প্রাপ্ত হন। তারপর শুরু হয় তার ঘুরে দাড়ানোর গল্প। একটি দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি তখন ইমিটেশন পণ্যের কানের ছোট ছোট দুল তৈরী করতে শুরু করেন এবং তৈরী পন্যর রং করে বাজারে সাপ্লাই দিতে শুরু করেন। এভাবে শুরু হলো তার ঘুরে দাঁড়ানোর দিন।

প্রকল্পের প্রদানকৃত সুবিধাদি ও তার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন :

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০০০০ টাকা ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছেন। SEP প্রকল্পের সাব- সেক্টর ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী প্রকল্পের সদস্য অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর মোঃ রাসেল হোসেন ১৪/০৯/২০২২ তারিখে ২০০০০০ (দুই লক্ষ) টাকার ঋণ গ্রহন করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন এবং নিজস্ব বাড়িতে আলাদা ভাবে কাজ শুরু করেন। আনুষঙ্গিক কিছু যন্ত্রপাতিও ক্রয় করেন। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা মেনে কাজ করে তিনি এখন বেশ লাভজনক ব্যাবসা দাড় করাতে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমানে মোঃ রাসেল হোসেন নিজে এবং চার পাঁচ জন কর্মী নিয়ে কানের দুল রং এর কাজ করে বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করে বেশ সুখেই

দিন পাত করছেন। মোঃ রাসেল হোসেন বর্তমানে মাসে প্রায় ৩০০০০-৩৫০০০ টাকা লাভ করতে পারেন। প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। কারখানায় বর্জ ব্যবস্থাপনার কোন সু-ব্যবস্থা ছিলো না, উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করতেন না, যার ফলে নিজেরা স্বাস্থ্য ঝুকিতে থাকেন এবং জ্বর, সর্দি-কাশি সহ মাথা ব্যাথা, চোখ ব্যাথার লক্ষন দেখা দিত। পরবর্তিতে এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে পালনের জন্য বলা হলে তিনি সেগুলি মেনে চলার চেষ্ঠা করেছেন। বর্তমানে যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে নির্দিস্ট স্থানে ফেলছে এবং নিয়মিত তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। যার ফলে মোঃ রাসেল হোসেন কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অনেক পরিচ্ছন্ন এবং কর্মীবান্ধব হয়ে উঠেছে। সমাজে এখন মোঃ রাসেল হোসেন গ্রহন যোগ্যতা বেড়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার অংশ লক্ষনীয়। স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিরা তাকে এখন বেশ মূল্যায়ন করে।

পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিঃ

ব্যবসা সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা তাঁর কারখানার পরিবেশগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ঋণ চাহিদা পত্রে প্রদান করেন। উক্ত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ যা উদ্যোক্তা এক বছর সময়সীমার মধ্যে তাঁর কারখানায় বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. কর্মক্ষেত্রের ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছনতা বজায় রাখার জন্য বর্জ্যদানির ব্যবস্থা করা।
২. স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর ব্যবস্থা করা।
৩. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য কারখানায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ি বাল্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।
৪. কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুকি ও নিরাপত্তার জন্য Personal Protective Equipment বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (যেমনঃ মাস্ক, গ্লাভস, চশমা ইত্যাদির) ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫. কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের হাত মুখ ধোঁয়া ও পান করার জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রাখা।
৬. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম (First Aid Box) ব্যবস্থা রাখা ।
৭. কর্মক্ষেত্রে অগ্নির্দূঘটনা এড়াতে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মোঃ রাসেল হোসেন ইচ্ছা ভবিষ্যতে চলমান ঋণ পরিশোধ হলে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন পেলে আরো বড় আকারে ঋণ নিয়ে আধুনিক ম্যাশিনারিজ ক্রয় করে ব্যবসার পরিধি আরো বৃদ্ধি করবেন। একটি দল গঠন করে মাসিক ৮০০০০-১০০০০০ টাকা লাভের ব্যবস্থা করতে পারলে সন্তানদের জন্য সু-শিক্ষার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে চান।

পরিবেশবান্ধব কর্মক্ষেত্র ও একজন মডেল উদ্যোক্তার গল্প

উদ্যোক্তা-মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন

পিতার নাম-	মো: আবুল বাশার
ঠিকানা-	জলিলপুর, মহেশপুর পৌরসভা, ঝিনাইদহ
মোবাইল-	০১৭৭৯৯১১৪২৪
আইডি নং-	৪৭
সমিতি-	জলিলপুর পুরুষ সমিতি (কোড নং: ১১৫)
শাখার নাম-	মহেশপুর
সংস্থার নাম-	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী কৃষি নির্ভর একটি জেলা ঝিনাইদহ। ঝিনাইদহ জেলার সীমান্ত ঘেষা উপজেলা মহেশপুর। এই উপজেলার অধিকাংশ অধিবাসি কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। ২০০৩ সাল থেকে মহেশপুর উপজেলায় ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী এর যাত্রা শুরু। হাটি হাটি পা পা করে ইমিটেশন জুয়েলারী শিল্পে অত্র এলাকার অধিবাসিদের জন্য আজ বিশাল এক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন এই মহেশপুর উপজেলার একজন প্রান্তিক ইমিটেশন কারীগর ছিলেন যার পারিবারিক ব্যবসায়িক উদ্যোগের সফলতার কথা বলছি।

মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন, স্ত্রী, দুই সন্তান, বাবা-মা সহ ছয় জনের সংসার নিয়ে বসবাস করেন। যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী ব্যবসায় অন্যের কারখানায় কর্মী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন এবং প্রায় বছর দশেক কাজ করেন। কিন্তু তাতেও ভাগ্যের পরিবর্তন না হওয়ায় একপর্যায়ে হতাশায় ঘিরে ধরে। এরই প্রেক্ষিতে নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং পরিবারের সহযোগিতায় নিজে একটি ইমিটেশন রঙের কারখানা স্থাপন করেন। এমতাবস্থায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার নিকট হতে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী কাঁচামাল কিনে সেগুলো রঙ করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরন করেন। এভাবেই বছরের পর বছর কেটে যায়, কিন্তু কাঙ্খিত সাফল্যের দেখা মেলেনা।

প্রায় ০৮ বছর আগে কিছু রঙ করার মেশিন এবং কাঁচামাল ক্রয় করে ক্ষুদ্র পরিসরে নিজে যাত্রা শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম ও সততার কারনে মিসবাহুদ্দীন পরিচিতি লাভ করেন এবং দিন দিন তার ব্যবসা বর্ধিত হতে থাকে। অত:পর বিভিন্ন ধরনের কানের ছোট ছোট দুল তৈরী এবং সেগুলো রঙ করে বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে ধীরে ধীরে তিনি লাভের মুখ দেখলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য যেন অধরাই থেকে যায়। প্রথম পর্যায়ে ২ জনকর্মী আর মিসবাহুদ্দীন এই ৩ জন কাজ শুরু করে। তখন দৈনিক ৩০০-৫০০ জোড়া দুল সাপ্লাই দিয়ে দৈনিক প্রায় ১০০০-১২০০ টাকা হিসেবে মাসে প্রায় ৩০-৪০ হাজার টাকা আয় হত। এর মধ্যে কর্মীদের বেতন, কাঁচামাল ক্রয়, সংসার আর চিকিৎসা খরচ বাদ দিয়ে ৪-৫ হাজার টাকা নিট লাভ থাকতো। যা দিয়ে মুনাফা হত না এবং ব্যবসা বড় করা সম্ভব হচ্ছিলো না।

এসইপি প্রকল্প সংশ্লিষ্টতা:

উড় স্বপ্ন নিয়ে মিসবাহুদ্দীন খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন ইমিটেশন জুয়েলারী নিয়ে যারা কাজ করে তাদের সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা ও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণসহ নানাবিধি সহায়তা করে থাকে। তখন থেকে মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এর ঋণ কার্যক্রমের সাথে অক্টবর ২০২১ থেকে সংযুক্ত আছেন।২০২১ সালে অগ্রসর-এসইপি প্রকল্প হতে ১৫০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সফলতার দিকে এগিয়ে চলেন। তারই ধারাবাহিকতায়, ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন গত ২১/০৩/২০২২ ইং তারিখে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে পূন:রায় এসইপি প্রকল্পের আওতায় ৩০০০০০ (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহন করেন। কারখানাটিতে বর্তমানে ১৫ জন শ্রমিক স্থায়ী ভিত্তিতে রঙের কাজে এবং ১২০-১২৫ জন অস্থায়ী ভিত্তিতে উৎপাদনে নিয়োজিত। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং কর্মী বান্ধব কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিন (ধরন এবং মৌসুম ভেদে) প্রায় ১০০০০-১২০০০ পিস কানের দুল রঙ করতে পারেন। কর্মীদের বেতন, কারখানার ব্যয়, কিস্তির টাকা ও সংসার খরচ মেটানোর পরেও বর্তমানে প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা নিট মুনাফা থাকে যা তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি:

প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন নি। যার ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকতেন এবং জ্বর, সর্দি-কাশিসহ মাথা ব্যাথা, চোখ ব্যাথার লক্ষন দেখা দিত। পরবর্তীতে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে পালনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। যার ফলে ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং কর্মী বান্ধব হয়ে উঠেছে। যার প্রভাবতার কর্মদক্ষতা ও আয়ের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। সমাজে এবং দেশের বিভিন্ন ইমিটেশন গোল্ড পাইকার এর কাছে এখন মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীনের গ্রহন যোগ্যতা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। পরিবারের যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার অংশগ্রহণ লক্ষনীয়। স্থানীয় গণ্যমান্যরা তাকে এখন বেশ মূল্যায়ন করে।

ব্যবসা সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন তার কারখানার পরিবেশ গত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি, ঋণ চাহিদা পত্রে প্রদান করেন। উক্ত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সমূহ যা উদ্যোক্তা এক বছর সময়সীমার মধ্যে তার কারখানায় বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন সেগুলো নিম্নরূপ:

১. পণ্যের নিরাপত্তার জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা
২. স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর সচেতনতামূলক নোটিশ ঝুঁলানো
৩. অগ্নি নিরাপত্তামূলক (ফায়ার এস্টিংগুইশার) ব্যবস্থা করা
৪. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তার জন্য Personal Protective Equipment's বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম (যেমন: মাস্ক, গ্লোভস, চশমা ইত্যাদির) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫. প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা
৬. কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা
৭. উদ্যোগে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি (এলইডি লাইট, সিএফএল লাইট), ফ্যান ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা
৮. উদ্যোগের কারণে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ থেকে পানি দূষণ না ঘটে সেজন্য আলাদা বর্জ্য সংরক্ষণ পিট তৈরি করা
৯. গুণগত ও ভালো মানের কাঁচা মাল/ ইনপুট ব্যবহার করা
১০. ব্যবহৃত ডিজেল জেনারেটারের ধোঁয়া নির্গমনের চিমনির মুখ উচুঁ করা
১১. অগ্নি দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের যোগাযোগ নাম্বার ঝুলানো
১২. কর্তৃপক্ষ (সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ইত্যাদি) থেকে প্রয়োজনীয় সনদপত্র নেয়া

প্রতিশ্রুতিঅনুযায়ীবাস্তবায়িতপরিবেশগতউন্নয়ন মূলককর্মকান্ডসমূহ:

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা নিম্ন উল্লেখিত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমূহ তাঁর প্রতিষ্ঠানে বিগত কয়েক মাসে বাস্তবায়ণকরতে পেরেছেন।

১. পণ্যের নিরাপত্তার জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২. স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর সচেতনতা মূলক নোটিশ ঝুঁলানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩. অগ্নি নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা (ফায়ার এক্সটিং গুইশার) নিশ্চিত করাহয়েছে।
৪. কর্মক্ষেত্রেশ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায়মাস্ক,হ্যান্ডগ্লাভস্এরব্যবস্থা করাহয়েছে।
৫. প্রাথমিকচিকিৎসারজন্য ফাস্ট এইড বক্স এরব্যবস্থা করাহয়েছে।
৬. কর্মীদেরমুখ, হাত ও পা ধোয়ারজন্য পরিষ্কার পানিরব্যবস্থা করাহয়েছে।
৭. উদ্যোগেবিদ্যুৎসাশ্রয়ীবাতি (এলইডিলাইট, সিএফএললাইট), ফ্যানএরব্যবস্থা করাহয়েছে।
৮. গুণগত ও ভালোমানেরকাঁচামাল/ ইনপুটএরব্যবহারনিশ্চিতকরাহয়েছে।
৯. উদ্যোগেরকারণেসৃষ্টবর্জ্য পদার্থ থেকে পানি দূষণনা ঘটে সেজন্য আলাদাবর্জ্য সংরক্ষণপিট তৈরিকরা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ছোট কারখানা টাকে আরো বড় করা মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন এর পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া মহেশপুর বাজারে একটি গহনার শোরুম দিতে চান। সন্তান দের উচ্চ শিক্ষিত করতে চান যাতে ভবিস্যতে তারা ব্যবসার হাল ধরতে পারে। সব কিছু ঠিক থাকলে সে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে কারখানাটিকে আরো উন্নতকরে নিজেকে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি সেক্টরের একজন মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে চান। একই সাথে তার পরিকল্পনা রয়েছে যাতে তার কারখানার উৎপাদিত গহনা বিদেশে রপ্তানি করতে পারেন। সেই সাথে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনলাইন বা ই-কমার্স এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চান।

১০. ব্যবহৃত ডিজেল জেনারেটারের ধোঁয়া নির্গমনের চিমনির মুখ উচুঁ করা
১১. অগ্নি দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের যোগাযোগ নাম্বার ঝুলানো
১২. কর্তৃপক্ষ (সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ইত্যাদি) থেকে প্রয়োজনীয় সনদপত্র নেয়া

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সমূহ:

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা নিম্ন উল্লেখিত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমূহ তাঁর প্রতিষ্ঠানে বিগত কয়েক মাসে বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন।

১. পণ্যের নিরাপত্তার জন্য কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২. স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর সচেতনতা মূলক নোটিশ ঝুঁলানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩. অগ্নি নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা (ফায়ার এস্টিংগুইশার) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় মাস্ক, হ্যান্ডগ্লোভস্ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৫. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৬. কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৭. উদ্যোগে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি (এলইডি লাইট, সিএফএল লাইট), ফ্যান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৮. গুণগত ও ভালো মানের কাঁচামাল/ইনপুট এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
৯. উদ্যোগের কারণে সৃষ্টবর্জ্য পদার্থ থেকে পানি দূষণ না ঘটে সেজন্য আলাদা বর্জ্য সংরক্ষণ পিট তৈরি করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ছোট কারখানা টাকে আরো বড় করা মুহাম্মদ মিসবাহুদ্দীন এর পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া মহেশপুর বাজারে একটি গহনার শোরুম দিতে চান। সন্তান দের উচ্চ শিক্ষিত করতে চান যাতে ভবিস্যতে তারা ব্যবসার হাল ধরতে পারে। সব কিছু ঠিক থাকলে সে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে কারখানাটিকে আরো উন্নতকরে নিজেকে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি সেক্টরের একজন মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে চান। একই সাথে তার পরিকল্পনা রয়েছে যাতে তার কারখানার উৎপাদিত গহনা বিদেশে রপ্তানি করতে পারেন। সেই সাথে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনলাইন বা ই-কমার্স এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চান।

পরিবেশবান্ধব কর্মক্ষেত্র ও একজন মডেল উদ্যোক্তার গল্প

উদ্যোক্তা প্রোফাইলঃ

উদ্যোক্তা-মোছাঃ সালমা খাতুন
স্বামীর নাম- মোঃ মতিয়ার রহমান
ঠিকানা- জলিলপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ
মোবাইল- ০১৯২১১৭৩১৩৯
আইডি নং-৮৩
সমিতি- জলিলপুর মহিলা সমিতি
(কোড নংঃ ১৩৩)
শাখা- মহেশপুর
সংস্থা- শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির পূর্বে তাঁর আর্থ সামাজিক দূর্বল অবস্থার বর্ননাঃ

ঝিনাইদহ জেলার একটি পুরাতন উপজেলা মহেশপুর, এটি বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাংশে ভারতের সিমান্ত ঘেষা একটি উপজেলা। এই উপজেলারই একটি গ্রাম জলিলপুর।মোছাঃ সালমা খাতুন এই গ্রামের একজন গরীব ইমিটেশন কারীগর ছিলেন যার পারিবারিক ব্যবসায়িক উদ্যোগের উন্নয়নের কথা বলছি।

মোছাঃ সালমা খাতুন স্বামী, ২ সন্তান সহ চার জনের সংসার নিয়ে বসবাস করেন।স্বামী কৃষক, কৃষিকাজ করতেন। সংসার জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব ছিল। সামান্য উপার্জনে কোন রকম দিন এনে দিন খেয়ে তাদের সংসার চলত। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে পড়াশোনা শেষ করা হয়নি।বৈবাহিক সূত্রে জলিলপুর এসে স্থায়ী হন আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে। যৎসামান্য পুজি নিয়ে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী ব্যবসায় অন্যের কারখানায় কর্মী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তাতেও ভাগ্যের পরিবর্তন না হওয়ায় এক পর্যায়ে হতাশায় ঘিরে ধরে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন কারখানায় বিভিন্ন ধরনের কাজ শিখতে থাকেন এই আশায়,এক দিন নিজ পায়ে দাড়াতে পারবেন। । এভাবেই বছরের পর বছর কেটে যায়।

প্রায় ২ বছর আগে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ নিয়ে কিছু কাঁচামাল ক্ষুদ্র পরিসরে নিজের কর্মযাত্রা শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম ও সততার কারনে সালমা খাতুন এর কাজদিন দিন বর্ধিত হতে থাকে।অতঃপর বিভিন্ন ধরনের কানের দুল তৈরীর পাশাপাশি বিভিন্নধরনের কণ্ঠ চিক, সীতা হার ইত্যাদি তৈরী করে বিভিন্ন কারখানায় সরবরাহ করতে থাকেন। ধীরে ধীরে তিনি লাভের মুখ দেখতে থাকেন।

প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। যার ফলে নিজেরা স্বাস্থ্য ঝুকিতে থাকতেন এবং জ্বর, সর্দি-কাশি সহ মাথা ব্যাথা, চোখ ব্যাথার লক্ষন দেখা দিত। পরবর্তিতে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে পালনের জন্য বলা হলে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। যার ফলে মোছাঃ সালমা খাতুন কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অনেক পরিচ্ছন্ন এবং কর্মীবান্ধব হয়ে উঠেছে। সমাজে এখন সালমা খাতুন এর গ্রহন যোগ্যতা বেড়েছে। পরিবারের যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার অংশ গ্রহণ লক্ষনীয়। স্থানীয় গন্যমান্যরা তাকে এখন বেশ মূল্যায়ন করে।

এসইপি প্রকল্প সংশ্লিষ্টতাঃ

সালমা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এর ঋণ কার্যক্রমের সাথে এপ্রিল ২০২১ থেকে সংযুক্ত আছেন। এরপরে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে ঋণ নিয়ে যথাসময়ে তা পরিশোধ করে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কাছে একজন ভালো ঋণ গ্রহীতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায়, ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মোছাঃ সালমা খাতুন গত ২৩.০৩.২০২২ ইং. তারিখে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে এসইপি প্রকল্পের আওতায় ৫০০০০/= টাকা এবং ০৬.০৬.২০২৩ ইং তারিখে ৩০০০০/= টাকা ঋন গ্রহন করেন।বর্তমানে ০৩ জন শ্রমিক স্থায়ী ভিত্তিতে কাজে নিয়োজিত। প্রতিদিন প্রায় ৪০০-৫০০ পিস কানের দুল তৈরী করতে পারে। বর্তমানে তার মাসে আনুমানিক ১০০০০-১৫০০০ টাকা লাভ হচ্ছে।

পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিঃ

ব্যবসা সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ঋণ চাহিদা পত্রে প্রদান করেন। উক্ত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহ যাউদ্যোক্তা এক বছর সময়সীমার মধ্যে তাঁর কারখানায় বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন সেগুলো নিম্নরূপঃ

০১. ক্ষতিকর উপাদান (রং, কেমিক্যাল, এসিড), গন্ধ, তাপ ও অগ্নি শিখা ইত্যাদির কারনে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না হয় সেজন্য হাতে গ্লোভস (হাত মোজা), মাস্ক (মুখোস), এপ্রোন ও চশমা সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

০২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা।

০৩. কর্মক্ষেত্রের ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বর্জ্যদানির ব্যবস্থা করা।

০৪. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ি বাল্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

০৫. কর্মক্ষেত্রে অগ্নিদূঘটনা এড়াতে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত পরিবেশগত উন্নয়মূলক কর্মকান্ডসমূহ ঃ

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা নিম্ন উল্লেখিত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ তাঁর প্রতিষ্ঠানে বিগত কয়েক মাসে বাস্তবায়ণ করতে পেরেছেন।

০১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

০২.স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন- মাক্স ও চশমা এর ব্যবস্থা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

০৩.কর্মক্ষেত্রে অগ্নিদূর্ঘটনা এড়াতে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে ।

০৪.কর্মক্ষেত্রের ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বর্জ্যদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

০৫.বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ি বাল্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

মোছাঃ সালমা খাতুন এর ইচ্ছা ভবিষ্যতে তিনি মহেশপুর বাজারে একটি ইমিটেশন গোল্ডের নতুন কারখানা স্থাপন করবেন। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তার কাছে মাল নিতে আসবে, মোবাইল ফোনে অর্ডার দিবে বা অনলাইন এর মাধ্যমে বেচা-কেনা করতে পারবেন। এভাবে মাসে ৫০০০০-৬০০০০/= আয় হবে। তিনি তার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সাহিদা বেগম এখন সাবলম্বী

উদ্যোক্তা প্রোফাইলঃ
উদ্যোক্তা- মোছা ঃ শাহিদা বেগম
স্বামীর নাম- মোঃ আব্দুল আলিম
ঠিকানা- নওদাগ্রাম, মহেশপুর, ঝিনাইদহ
মোবাইল- ০১৯৭৫২৮৩০০৭
আইডি নং- ১০
সমিতি- নওদাগ্রাম বাজার মহিলা সমিতি
(কোড নংঃ ১৬)
শাখা- মহেশপুর
সংস্থা- শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির পূর্বে তাঁর আর্থ সামাজিক দূর্বল অবস্থার বর্ননাঃ

ঝিনাইদহ জেলার একটি পুরাতন উপজেলা মহেশপুর, এটি বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাংশে ভারতের সিমান্ত ঘেষা একটি উপজেলা। এই উপজেলারই একটি গ্রাম নওদাগ্রাম। মোছাঃ শাহিদা বেগম এই গ্রামের একজন গরীব ইমিটেশন কারীগর ছিলেন যার পারিবারিক ব্যবসায়িক উদ্যোগের উন্নয়নের কথা বলছি।

মোছাঃ শাহিদা বেগম, স্বামী, ২ সন্তান সহ চার জনের সংসার নিয়ে বসবাস করেন। স্বামী ছোট দোকান চালাতেন। সংসার জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব ছিল। সামান্য উপার্জনে কোন রকম দিন এনে দিন খেয়ে তাদের সংসার চলত। বৈবাহিক সূত্রে নওদাগ্রাম এসে স্থায়ী হন আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে। যৎ সামান্য পুজি নিয়ে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী ব্যবসায় অন্যের কর্মী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তাতেও ভাগ্যের পরিবর্তন না হওয়ায় এক পর্যায়ে হতাসায় ঘিরে ধরে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন কারখানায় বিভিন্ন ধরনের কাজ শিখতে থাকেন এই আশায়,এক দিন নিজ পায়ে দাড়াতে পারবেন। এভাবেই বছরের পর বছর কেটে যায়।

প্রায় ১ বছর আগে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ নিয়ে কিছু কাঁচামাল ক্ষুদ্র পরিসরে নিজের কর্মযাত্রা শুরু করেন। এর পর তিনি এসইপি প্রকল্প থেকে ৫ দিনের ও ১০ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। কঠোর পরিশ্রম ও সততার কারনে শাহিদা বেগম এর কাজ দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। অতঃপর বিভিন্ন ধরনের কানের ছোট ছোট দুল তৈরী করে বিভিন্ন কারখানায় সরবরাহ করতে থাকেন। ধীরে ধীরে তিনি লাভের মুখ দেখতে থাকেন। এবং তার স্বামীর দোকান কে আরোও বর্ধিত করতে থাকেন।

প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। যার ফলে নিজেরা স্বাস্থ্য ঝুকিতে থাকতেন এবং জ্বর, সর্দি-কাশি সহ মাথা ব্যাথা, চোখ ব্যাথার লক্ষন দেখা দিত। পরবর্তিতে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন থেকে এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়ে পালনের জন্য বলা হলে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। যার ফলে মোছাঃ শাহিদা বেগম কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অনেক পরিচ্ছন্ন এবং কর্মীবান্ধব হয়ে উঠেছে। সমাজে এখন শাহিদা বেগম এর গ্রহন যোগ্যতা বেড়েছে। পরিবারের যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার অংশ গ্রহণ লক্ষনীয়। স্থানীয় গন্যমান্যরা তাকে এখন বেশ মূল্যায়ন করে।

এসইপি প্রকল্প সংশ্লিষ্টতাঃ

শাহিদা বেগম শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এর ঋণ কার্যক্রমের সাথে জুন ২০২১ থেকে সংযুক্ত আছেন। এরপরে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে ঋণ নিয়ে যথাসময়ে তা পরিশোধ করে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কাছে একজন ভালো ঋণ গ্রহীতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায়, ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মোছাঃ শাহিদা বেগম গত ০৫.০৩.২০২৩ ইং. তারিখে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনথেকে এসইপি প্রকল্পের আওতায় ১৭০০০০০/= টাকা ঋন গ্রহন করেন। বর্তমানে ১৩ জন শ্রমিক স্থায়ী ভিত্তিতে কাজে নিয়োজিত। প্রতিদিন প্রায় ৬০০-৮০০ পিস কানের দুল তৈরী করতে পারে। বর্তমানে মাসে আনুমানিক ১০০০০০-১৫০০০০ টাকা লাভ হচ্ছে। এবং তার দোকান ও দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে।

পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিঃ

ব্যবসা সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা তাঁর কারখানার পরিবেশগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ঋণ চাহিদা পত্রে প্রদান করেন। উক্ত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সমূহ যা উদ্যোক্তা এক বছর সময় সীমার মধ্যে বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন সেগুলো নিম্নরূপঃ

০১. ক্ষতিকর উপাদান (রং, কেমিক্যাল, এসিড), গন্ধ, তাপ ও অগ্নি শিখা ইত্যাদির কারনে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না হয় সেজন্য হাতে গ্লোভস (হাত মোজা), মাস্ক (মুখোস), এপ্রোন ও চশমা সেফটি গ্লাস) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

০২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা।

০৩. কর্মীদের মুখ, হাত ও পা ধোয়ার জন্য পরিস্কার পানির ব্যবস্থা করা।

০৪. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ি বাল্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

০৫. কর্মক্ষেত্রে অগ্নিদূর্ঘটনা এড়াতে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত পরিবেশগত উন্নয়মূলক কর্মকান্ড সমূহ ঃ

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা নিম্ন উল্লেখিত পরিবেশগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমূহ তাঁর প্রতিষ্ঠানে বিগত কয়েক মাসে বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন।

০১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য ফাস্ট এইড বক্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

০২. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন- মাস্ক ও চশমা এর ব্যবস্থা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

০৩. কারখানায় শ্রমিকদের হাত মুখধোঁয়া ও পান করার জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হয়েছে।

০৪. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ি বাল্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

০৫. কর্মক্ষেত্রে অগ্নিদূঘটনা এড়াতে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

মোছাঃ শাহিদা বেগম এর ইচ্ছা ভবিষ্যতে তিনি মহেশপুর বাজারে একটি ইমিটেশন গোল্ডের নতুন কারখানা ও কাঁচামালের বড় দোকান স্থাপন করবেন। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তার কাছে মাল নিতে আসবে, মোবাইল ফোনে অর্ডার দিবে বা অনলাইন এর মাধ্যমে বেচা- কেনা করতে পারবেন। এভাবে মাসে ১৫০০০০-২০০০০০/= আয় হবে। তিনি তার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন এর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রকল্পের অর্জন বিষয়ক কিছু ছবি

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা আগে মাটিতে বসে কাজ করতেন

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখন টেবিল চেয়ারে বসে কাজ করেন

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখন হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করতেন না

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখন হ্যান্ড গ্লোভস পরে কাজ করেন

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

উৎপাদিত গহনা আগে যত্রতত্র ফেলে রাখা হত

উৎপাদিত গহনা এখন নিরাপদ স্থানে রাখা হয়

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

কারখানাগুলিতে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার হত

কারখানাগুলিতে এখন স্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার হয়

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

কারখানাগুলির তরল বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলা হত

কারখানাগুলির তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পীট স্থাপন করা হয়েছে

প্রকল্পের অর্জন বিষয়ক কিছু ছবি

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

কারখানাগুলিতে আগে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাইন সিম্বল লাগানো হত না

কারখানাগুলিতে এখন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাইন সিম্বল লাগানো হয়

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

কারখানাগুলিতে আগে ফায়ার
এস্টিংগুইসার ছিল না

কারখানাগুলিতে আগে ফায়ার
এস্টিংগুইসার রাখা হচ্ছে

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

কারখানাগুলির বর্জ্য আগে যেখানে
সেখানে ফেলে রাখা হত

কারখানাগুলির বর্জ্য এখন
বর্জ্যদানীতে রাখা হচ্ছে

কারখানাগুলিতে আগে পিপিই
এর ব্যবহার ছিল না

কারখানাগুলিতে আগে পিপিই এর
ব্যবহার বৃদ্ধি পেযেছে

কারখানাগুলিতে আগে বাতাস
চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না

কারখানাগুলিতে আগে বাতাস চলাচলের
ব্যবস্থা করার হার বৃদ্ধি পেয়েছে

পরিবেশগত উন্নয়ন : প্রাথমিক চিকিৎসা বা ব্যবহার

পরিবেশগত উন্নয়নঃ
কর্মক্ষেত্রে প্রাকৃতিক আলোর জন্য ট্রান্সপারেন্ট সীটের ব্যবহার

পরিবেশগত উন্নয়নঃ কর্মক্ষেত্রে পিপিই এবং এলইডি লাইটের ব্যবহার

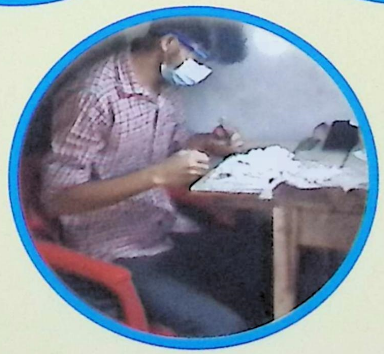

পরিবেশগত উন্নয়নঃ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন

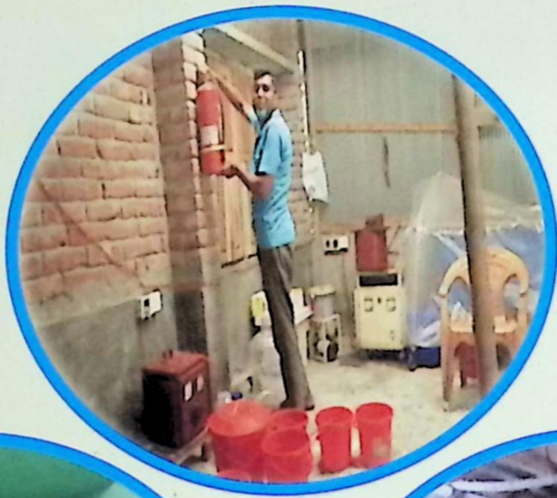

পরিবেশগত উন্নয়ন: কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পানি ও সেনিটেশন ব্যবস্থা

পরিবেশগত উন্নয়ন: কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নোটিশ প্রদর্শণ

পরিবেশগত উন্নয়ন: কর্মক্ষেত্রেরবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী উৎপাদনে ব্যবহৃত প্লাস্টার অব প্যারিস ব্যবহার করার পর গুড়ো জীপসাম সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা যায় কি না তার উদ্যোগ

বিশেষ উদ্যোগ

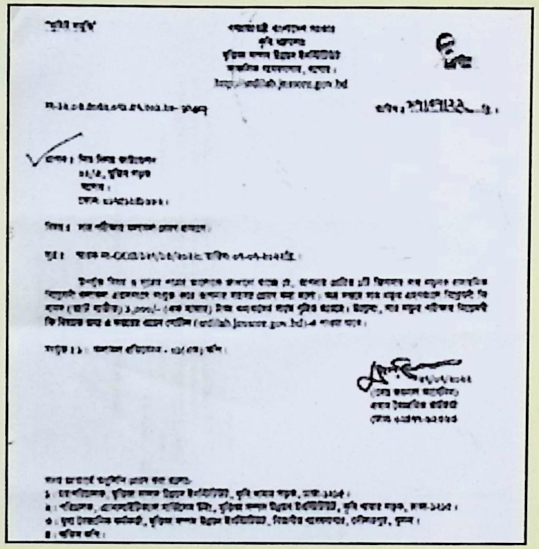

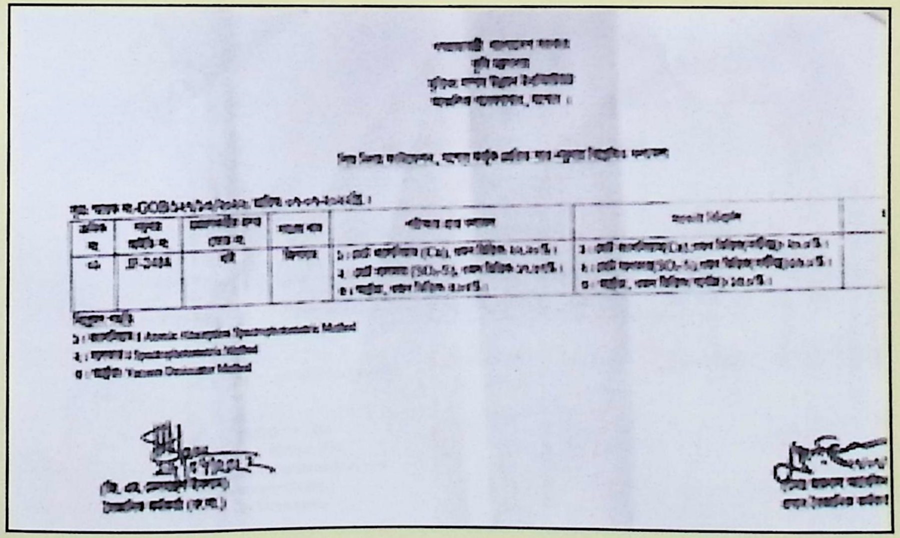

সরকারি কর্মকর্তাদের প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শণ

মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব নয়ন কুমার রাজবংশী কালার কারখানা পরিদর্শণ করেন

মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব নয়ন কুমার রাজবংশী প্রশিক্ষণ পরিদর্শণ করেন

কালার কারাখানার পরিবেশ যাচাই করছেন উপ-পরিচালক জনাব সাঈদ আনোয়ার, পরিবেশ অধিদপ্তর, যশোর

গহনা উৎপাদন কেন্দ্রের পরিবেশ যাচাই করেন উপ-পরিচালক জনাব সাঈদ আনোয়ার, পরিবেশ অধিদপ্তর, যশোর

এডিবি প্রতিনিধি কর্তৃক প্রশিক্ষণ পর্যাবেক্ষন

উপ-পরিচালক ও সহকারি পরিচালক বিএসটিআই খুলনা কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন

প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা

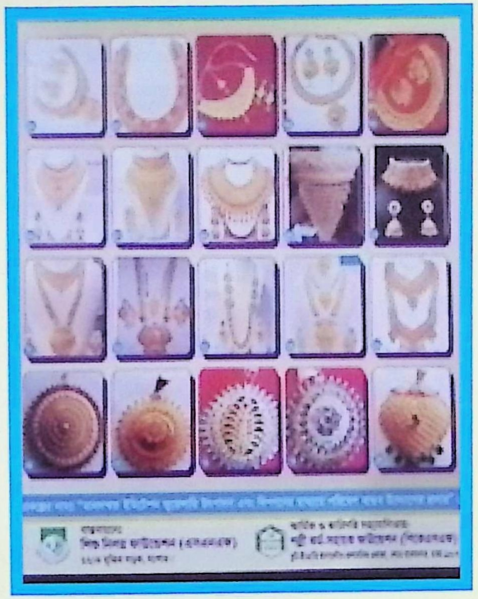

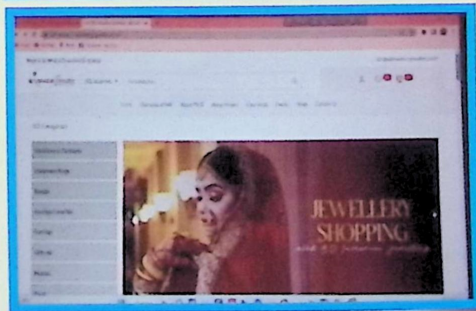

ক্রয়কৃত আধুনিক মেশিনারিজ

(কাস্টিং, রেজিবল এবং অটো ডাইস কাটিং মেশিন)

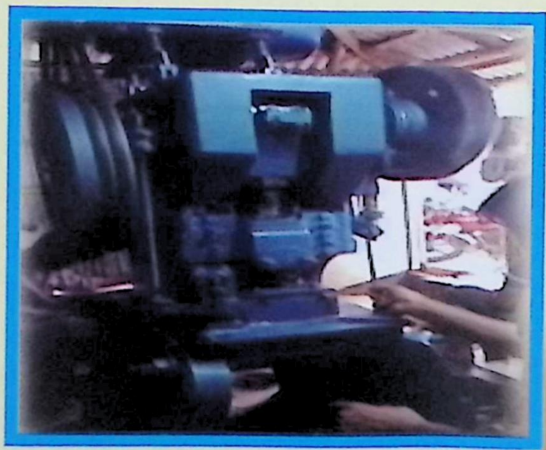

প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয় বিভিন্ন প্রত্রিকায় প্রচার-প্রচারণা

দৈনিক
প্রতিদিন জনগণের কথা বলে

আজকের জনবাণী

ঢাকা বুধবার ১১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ২৭ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরী

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মহেশপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি পণ্য পরিবহনে হয়রানি নিরসন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক ইমদাদুল হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়ন কুমার রাজবংশী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান আলী, মহেশপুর থানার এসআই রেজাউল ইসলাম, মহেশপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রহমান, [illegible] ব্যবস্থাপক ইমদাদুল হোসেন প্রমুখ

এ সময় এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা জাকির হাসান ও টেকনিক্যাল অফিসার মোস্তফা [illegible] মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি পণ্য পরিবহনে বিভিন্ন স্থানে [illegible] সময় হয়রানির শিকার হতে হয় অনুষ্ঠানে বক্তারা বিষয়টি নিরসনে সরকারের উচ্চ মহলের দৃষ্টি কামনা করেন এবং এ ব্যবসার পরিচালনায় সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মাহমুদ হোসেন। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ) সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দৈনিক

বীর জনতা

গণমানুষের কন্ঠস্বর

ঝিনাইদহ বুধবার ১১ জানুয়ারি ২০২৩

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক : ঝিনাইদহের মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইমিটেশন গোল্ডজুয়েলারী পণ্য পরিবহনে হয়রানি নিরসন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হল রুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক ইমদাদুল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়ন কুমার রাজবংশী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান আলী, মহেশপুর থানার এস আই রেজাউল ইসলাম, মহেশপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রহমান, [illegible] ইমদাদুল হোসেন প্রমুখ। এ সময় এস ই পি প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা জাকির হাসান ও

শেষ ২ এর পাতায় দেখুন

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কর্মশালা

[illegible]

দৈনিক যশোর

যশোর ঃ ১২ জানুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২৮ পৌষ ১৪২৯

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মহেশপুর(ঝিনাইদহ)অফিস : মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী পণ্য পরিবহনে হয়রানি নিরসন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক ইমাদুল হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়ন কুমার রাজবংশী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান আলী,মহেশপুর থানার এসআই রেজাউল ইসলাম,মহেশপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রহমান,প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইমদাদুল হোসেন প্রমুখ। এ সময় এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা জাকির হাসান ও টেকনিক্যাল অফিসার মোস্তফা মহসিন মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী পণ্য পরিবহনে বিভিন্ন স্থানে [illegible] শিকার হতে হয় [illegible] বিষয়টি নিরসনে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ ব্যবসার পরিবারের জন্য সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন প্রকল্পের [illegible] যুক্ত ছিলেন। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন(এসএনএফ)[illegible] এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত -দৈনিক যশোর

বুধবার ১১ জানুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি গ্রামের কাগজ

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কর্মশালা

মহেশপুর (ঝিনাইদহ) অফিস

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারী পণ্য পরিবহনে হয়রানি নিরসন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক ইমাসুল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নয়ন কুমার রাজবংশী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান আলী, মহেশপুর থানার এসআই রেজাউল ইসলাম, মহেশপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রহমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইমদাদুল হোসেন। এ সময় এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা জাকির হাসান ও টেকনিক্যাল অফিসার মোস্তফা মহসিন মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বুধবার ১১ জানুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি গ্রামের কাগজ

মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহের মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় -গ্রামের কাগজ

গ্রামের কাগজ শনিবার ০৪ মার্চ ২০২৩

মহেশপুরে শিশু নিলয়ের ম্যাচ মেকিং ওয়ার্কশপ

মহেশপুর (ঝিনাইদহ) অফিস

মহেশপুরে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইমিটেশন গোল্ড জুয়েলারি উৎপাদনকারী ও পাইকারদের মাঝে সংযোগ স্থাপনে ম্যাচ মেকিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে এ ওরিয়েন্টশনে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের এসইপি প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ইমদাদুল হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা শ.ম রাশিদুল আলম। উপস্থিত ছিলেন, প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা জাকির হাসান, ফিন্যান্স অফিসার ইউনুস আলী। সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার মোস্তফা মহসিন।

টেকসই উন্নয়ন

মানসম্মত ইমিটেশন জুয়েলারি উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রসার

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন | শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন | THE WORLD BANK